www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

বঙ্গকুলে বাড়ছে বিজেপি
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ – ২ আষাঢ় , ১৪২৩ ঃ ১১ জুন – ১৭ জুন, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 33, 11 June - 17 June, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

পাচারের কবলে পশ্চিমবঙ্গ

পানিকাটিতে জালনোট সহ ধরা পড়ল পাচারকারী

রাজগঞ্জে সীমা সুরক্ষা বলের কব্জায় চোরাই চন্দন কাঠ সহ দুই পাচারকারী

বাখরাহাটে বমাল ধরা পড়লো জাল নোট। ছবি: অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দু–এক সপ্তাহ ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নপ্রান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাচার চক্র। শুধু কলকাতা শহর নয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রতিদিন ধরা পড়ছে পাচারকারীরা। এমনকি ভিন রাজ্যের চাঁইরাও নাকি বাসা বাঁধছে এই রাজ্যে। সম্প্রতি কিডনি পাচার চক্রের উন্মোচনে সাড়া পড়ে গিয়েছে প্রশাসনে। কিডনি ছাড়াও জাল নোট, গবাদি পশু থেকে শুরু করে সেগুন কাঠ, চন্দনকাঠ, প্রাচীন মূর্তি কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে নানা দেশের সীমান্ত। একদিকে বাংলাদেশ, অন্যদিকে নেপাল–ভুটান। সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়িয়ে প্রতিদিন চলছে গরু, মাছ, কাপড়জামা, কসমেটিক্স সহ অজস্র সামগ্রী পাচার। এর সঙ্গে রয়েছে জাল নোট ও ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র। গত বুধবার রাজারহাট থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে কিডনি পাচার চক্রের চাঁই। কলকাতার কাছে ঠাকুরপুকুর বাখরাহাট থেকে পাচারকারী সহ ধরা পড়েছে অসংখ্য জাল নোট।

সুরক্ষা সীমাবল শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের কয়েকদিনের প্রেস রিলিজ বলছে পাচারকারীদের করিডরে পরিণত হয়েছে শিলিগুড়ি। ৩০মে কিষাণগঞ্জ ব্যাটেলিয়ানের অধীনে সুখানি বর্ডারে ধরা পড়েছে ২১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের ৩৮টি গরু ও একটি ট্রাক। ওইদিন সিমলাবাড়ি ব্যাটেলিয়ানের ফালাকাটা এবং পলাশবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৩ টি গরু ও তিনটি গাড়ি। রানিডাঙা ব্যাটেলিয়নের পানিকাটি গুরুংবস্তি থেকে ৫৮,৬০০ টাকার কসমেটিক্স ও অন্যান্য দ্রব্য এবং ৫০ কিলো বাদাম ধরা পড়েছে। আলিপুরদুয়ারের রায়ডাক ভূটানঘাট থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৭৫ কিউবিক ফুট সেগুন কাঠ ও ১০টি সাইকেল। ২ জুন রানিডাঙার রাজগঞ্জ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৯ কোটি টাকার চন্দনকাঠ। এখানেই শেষ নয় ওই দিনই মাটিগাড়া রেল স্টেশন থেকে ধরা হয়েছে ৭০ হাজার টাকার ব্রাউন সুগার। রহিমাবাদ লাল পুল এলাকার ভুটান সীমান্ত থেকে ধরা পড়েছে মোটর সাইকেল, মোবাইল ফোন যার মূল্য সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা। গত ৭ জুন রানিডাঙার পানিকাটি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১১ লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় নোট যা ভারত থেকে নেপালে যাচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে সীমা সুরক্ষা বল। এর সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে ২০ হাজার টাকার ১২৫ কিলো বাদাম। ওই দিনই ঠাকুরগঞ্জের নিমগুড়ি থেকে ধরা পড়েছে ৬৭ হাজার টাকার ১২টি গরু।

সব দেখে শুনে সীমান্তরক্ষী ও পুলিশ কর্তারা বলছেন পাচারকারীরা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তকে পাচারের করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে। একদিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ অন্যদিকে চোরাচালান এ রাজ্যের প্রশাসনকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রশাসনের কর্তাদের ধারণা যে হারে চোরাচালান চলছে তার সামান্যই ধরা পড়ছে। সম্প্রতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত বিধানসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপে নাকা চেকিং চলছিল ব্যাপকভাবে। ফলে চোরাচালানকারীরা নির্বাচনের সময় কয়েকমাস গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল। নির্বাচন মিটতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে সেই সব চক্র। সীমান্ত সহ জেলার প্রান্তে বসবাসকারী বাসিন্দাদের মতে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সীমান্ত রক্ষী ও পুলিশের একাংশ। তাদের কাছে চোরাচালান রুখতে প্রাণের ঝুঁকির থেকে টু–পাইস কামানো অনেক ভালো। গোয়েন্দাদের অভিমত এই অবস্থা চলতে থাকলে জনজীবনেও এর ছাপ পড়তে বাধ্য। বিশেষ করে এ পথে পা বাড়াতে পারে কম বয়সী বেকার ছেলেমেয়েরাও। সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হওয়া চোরাচালান রুখতে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে প্রশাসনকে। দেরি হয়ে গেলে যে কোনও সময় চোরাচালান রাজ্যের কাঠামোর ওপর আঘাত হানতে পারে।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জবরদখলকারী উচ্ছেদ নিয়ে কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা

জ্বলছে। পুলিশের সঙ্গে সাড়ে তিন ঘন্টার খন্ডযুদ্ধে প্রাণ গিয়েছে দুই পুলিশ অফিসার সহ ২৪ জনের।

রবিবার : চলে গেলেন কিংবদন্তী বক্সার মহম্মদ আলি। এক সময় ঝড়

তোলা আলি নিজেকে বলতেন 'আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট'।

সোমবার : মানুষের মনুষ্যত্বের অবক্ষয় প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফের

এক স্কুল ছাত্র গুলিবিদ্ধ হল ইসলামপুরের সুজালি গ্রামের রাধানগরে। রাজনীতির মিছিলে বাবার সঙ্গে হাঁটছিল সে। গুলি লাগে তার বুকে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছে এটাই রক্ষা।

মঙ্গলবার : সুইৎজারল্যান্ড সফরে গিয়ে বাড়তি প্রাপ্তি হল ভারতের। মোদির সফরে সেখানকার

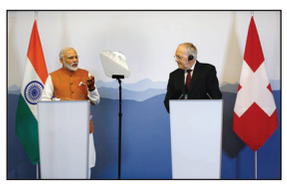

প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন ভারত এনএসজির সদস্য হলে আপত্তি নেই। চিনের আপত্তি উঠেছিল আগেই। রূপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে।

বুধবার : একই ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতির বাদানুবাদে কেঁপে উঠল কলকাতা হাইকোর্টের

আদালতকক্ষ। সম্প্রতি ভেঙে পড়া উড়ালপুল নিয়ে মামলা চলছিল। পরে অবশ্য দুজনেই কক্ষ ছেড়ে চলে যান।

বৃহস্পতিবার : মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিলেন নরেন্দ্র মোদি। মোদির বক্তৃতায়

মাতোয়ারা সদস্যরা। তারা বারবার উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন মোদিকে। উজ্জ্বল হল ভারতের মুখ।

শুক্রবার : প্রকাশ্যে এল আন্তর্জাতিক কিডনি পাচার চক্র।

রাজারহাট থেকে ধরা পড়ল চাঁই রাজকুমার রাও। কানপুর থেকে ধরা হয় আর এক পান্ডা কানু প্রতাপকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জনতার নজরদারি চাই শাসকের অন্দরে

পার্থসারথি গুহ

তাঁরা অনেক কিছু বলেন। অনেক কিছুর স্বপ্নও দেখেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেইসব কথা প্রতিশ্রুতির আলমারিতেই জায়গা করে নিয়েছে। আর তাঁদের স্বপ্নপূরণ না হওয়ার ফল ভুগতে হয় উলুখাগড়ারূপী সাধারণ জনতা জনার্দনকে। এমনকি যে দলের ভিটেতে তাদের প্রাণভোমরা সেই রাজনৈতিক দলেও এর পরিণামে ঘুণ ধরে মারাত্মক আকারে। এমনকি ফোঁপরা করে ছাড়ে একেবারে। মহাত্মা গান্ধির কথা দিয়েই শুরু করি। উনি যে রাম রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন তার স্বরূপ ছিল রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এক মুক্তমনা দেশ ও সমাজ গঠন। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা কংগ্রেস নামক প্ল্যাটফর্মকে উনি ভেঙে দিতে বলেছিলেন। অথচ তা তো ভাঙেই নি, বরং পারিবারিক শাসনে কুক্ষিগত হয়ে উঠেছে। আবার ২০১১ তে আমাদের রাজ্যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনার পর তাঁর কাণ্ডারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন তাঁর দলের সাংসদ, বিধায়ক, পুরপিতা, জেলাপরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে আসীনদের ওপর নজরদারি রাখতে জনগণের মঞ্চ গড়ে তুলতে। অথচ ২০১১ তে করা প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হওয়া দূরে থাক সামান্য আলোচনার অবকাশেই নেই। হয়তো ক্ষমতা এবং সাফল্যের আড়ালে সেই প্রতিশ্রুতিবাণী নীরবে কাঁদছে। সফলতার মধু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে এক শ্রেণির ফঁড়ে–দালাল জাতীয় রাজনীতিবিদ।

পোস্টমর্টেম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছ রাজনৈতিক জীবনের অপর পিঠটা তাই চাঁদের মতোই কলুষিত। ভেবে দেখুন তো খোদ তাঁর নিজের চিন্তায় উঠে আসা জনগণের নজরদারি যদি জারি থাকত এইসব কুলাঙ্গার রাজনীতিকূলের ওপর তা হলে সারদা–নারদার কালো মেঘ থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যেত। হয়তো এতটা প্রকট হতে পারত না চিটফান্ড কেলেঙ্কারি অথবা ঘুষ কাণ্ড। কারণ সবসময় মাথায় থাকত এক তৃতীয় নেত্র অধুনা সিসিটিভির মতো তাদের প্রতিটা গতিবিধি অনুসরণ করে চলেছে। অথচ ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছরের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরানো, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যসাথী ইত্যাদি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প দিনের আলো দেখেছে, সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। এর সুফল ভোটবাক্সে ভালো মতো কুড়িয়ে নিয়েছেন মমতা এবং তাঁর দল তৃণমূল। তাই নির্বাচনের অব্যাহিত আগে নারদা কাণ্ড সামনে আসা, যুযুধান কংগ্রেস–সিপিএমের এক হয়ে লড়া, মিডিয়ার এক প্রভাবশালী অংশের বিরোধিতাকে সপাটে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন দিদি। ভরপুর এই সাফল্যের বাজারে কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত দলীয় নেতা–মন্ত্রীরা এখনও চিন্তার ভাঁজ ফেলছে দলের অন্দরে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের চাপের কাছে তৃণমূল সুপ্রিমোকেও নতিস্বীকার করতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। আসলে এই যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ এটার নেপথ্যে দলের মধ্যে 'আমরা সবাই রাজা' সংস্কৃতি গড়ে ওঠা।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাঙতে শুরু করেছে বাঁধ

কুনাল মালিক ● মধুশ্রী আচার্য্য

সেই কবে আয়লা গিয়েছে। আশ্বাস–প্রতিশ্রুতির জোয়ারে ভেসেছে সুন্দরবনের মানুষ। দেশ–বিদেশ থেকে এসে দেখে গিয়েছেন নেতা–মন্ত্রী থেকে প্রশাসনের মাথারা। রাজ্যে তখন সিপিএমের নেতৃত্বে বাম সরকার, কেন্দ্রে কংগ্রেসের ইউপিএ। বাঁধ সারাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সদর আলিপুরে পৃথক দপ্তর হয়েছে। কাঁড়ি কাঁড়ি মাহিনা দিয়ে অফিসার কর্মী নিয়োগ হয়েছে। কেন্দ্রের বরাদ্দ এসেছে। পরিকল্পনা হয়েছে। মাপ–জোখসাঙ্গহয়েছে। বহু তেল পুড়েছে, কিন্তু রাধা এখনও নাচে নি। আজও চলছে আলিপুরের দফতর। জমি অধিগ্রহণের পর্ব এখনো মেটেনি। তাই সুন্দরবনের বাঁধ আজও বিপন্ন, মানুষ আজও আতঙ্কে ভোগে।

নামখানায়

ভঙ্গুর বাঁধ ভেঙে এভাবে প্লাবিত হচ্ছে সুন্দরবনের জনজীবন

এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ভরা বর্ষার আগেই অমাবস্যার চাপ রাখতে পারে নি নামখানার ঈশ্বরীপুর, গণেশনগর, নান্দাভাঙা। হাতানিয়া–দোয়ানিয়ার ঠেলায় ভেঙে পড়েছে ২৫০ মিটার নদীবাঁধ। প্লাবিত হয়েছে ভিটে মাটি থেকে চাষের জমি। শেষ খবরে জানা গিয়েছে নারায়ণপুরে ও মৌসুনীতেও যথাক্রমে ৩৫০ মিটার ও ১২০০ মিটার বাঁধ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়ে আগামী বর্ষার অশনী সঙ্কেত দিয়ে রেখেছে। সাগরদ্বীপের সুমতিনগর, বক্ষিমনগরেও বাঁধ ভেঙে নোনা জলে ভরেছে শত শত বিঘা জমি। কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক এলাকা পরিদর্শন করে নামখানার বিডিওকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। ব্লক থেকে বিলি হয়েছে ত্রিপল, চিড়ে, গুড় থেকে শাড়ি, ধুতি, ছোটদের পোশাক। এরপর গত ৮ জুন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাকে নিয়ে ঘুরে গিয়েছেন এলাকা। নির্দেশ দিয়েছেন ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতির কাজ শেষ করতে হবে।

সুন্দরবনের সমগ্র এলাকায় মোট ১৯টি ব্লক। ১৩টি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবং ৬টি উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত। সুন্দরবনের বেশ কিছুটা অংশ আছে বাংলাদেশেও। ভারতীয় সুন্দরবনের মোট এলাকা ৯৩৬০ বর্গ কিলোমিটার। যার মধ্যে ৩৫০০ বর্গ কিলোমিটার ঘেরা নদী বাঁধ দিয়ে। সুন্দরবনের এই এলাকায় মোট ১০২টি দ্বীপ রয়েছে যার মধ্যে মাত্র ৫২টিতে বসবাস করে মানুষ। সমুদ্রতল থেকে সুন্দরবনের মাটির উচ্চতা ২.৮ থেকে ৩.৫ মিটার। ১৭৭০ সাল থেকে মানুষের বসবাস এখানে। তারপর থেকেই নদীর জলস্ফীতি ভোগাচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম এই ব–দ্বীপকে। কয়েকটি দ্বীপ ইতিমধ্যেই ভাঙনের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন। ঘোড়ামারা তার মধ্যে একটি। বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পুরোপুরি বঞ্চিত করে উধাও হয়ে যাবে ঘোড়ামারা। এত বিপদের হাতছানি থাকলেও এখানে প্রশাসন থেকে সুন্দরবনবাসী কেউই সেভাবে সচেতন নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

দরদ–দায়িত্বের জাঁতাকলে পথ কুকুরের নির্বীজকরণ

বরুণ মন্ডল

একদিকে সারমেয়প্রেমীরা। অন্যদিকে, পথ কুকুরের ভয়ে ভীত আম–নাগরিকদের একাংশ। দু'য়ের জাঁতাকলে পড়ে 'শাঁখের করাতে'র অবস্থা কলকাতা পুরসভার। সরকারি ভাবে কলকাতা মহানগরে পথ কুকুর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কলকাতা পুরসভার। আর পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর এই কাজের দেখভাল করে। ওই দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষের ব্যাখ্যা, অজ্ঞতা থেকেই এক শ্রেণির মানুষ পথ কুকুরের ওপর আক্রমণ করছে। আবার অতিরিক্ত কুকুর প্রেমের জন্যও পুরসভার কাজটা অনেকটা কঠিন করে দিচ্ছে বেশ কিছু সারমেয়প্রেমী। পুর স্বাস্থ্য দফতরের অধিকাংশ আধিকারিকের বক্তব্য, হিংস্র পথ কুকুর তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু মানুষ চাপ দিয়েই যায়। আর সেই কুকুর তুলতে গিয়ে কিছু অতি উৎসাহী সারমেয়প্রেমীরা পুর ডগ স্কোয়াডের কর্মীদের লাঠি–ঢিল দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করে। কলকাতা পুলিশ কর্মীদের অনুরোধে মহাকরণের সামনে থেকে কুকর ধরতে গিয়ে বেশ কিছু সারমেয়প্রেমীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিলপুর ডক স্কোয়াডের কর্মীদের। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বিক্ষোভ চলে। বিধানসভা ভবনের ভেতর থেকে কুকর ধরতে গিয়ে পুর কর্মীদের একই রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। আবার উল্টো দিকে দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস নামে পরিচিত রবীন্দ্র সরোবরের ভেতর থেকে প্রবল হিংস্র কুকুরের দৌরাত্ম্য বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে প্রাতঃভ্রমণকারীরা সরব। দক্ষিণ কলকাতার বেহালাস্থিত লাভ 'এন' কেয়ার ফর অ্যানিম্যালসের সম্পাদিকা সুস্মিতা রায় (৯৬/১, ডা. এন. জি. সাহা রোড, কলকাতা–৬১) জানান, যাঁরা কুকুরকে মারছেন, তাঁরা না জেনে– বুঝেই এটা করছেন। কলকাতা মহানগরীর কুকুরের দৌরাত্ম্য বাড়ার জন্য তিনি পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সুস্মিতাদেবীর বক্তব্য, পথ–কুকুরের নির্বীজকরণের কাজ যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে এই সমস্যার সৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গক্রমে জানাই এই সুস্মিতা রায়ের সংস্থা লাভ 'এন' কেয়ার ফর অ্যানিম্যালস বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা পুর এলাকার পথ কুকুরের নির্বীজকরণের কাজে যুক্ত ছিল। পুর স্বাস্থ্য দফতরের এমআইসি অতীন বাবু বলেন, ২০১২ সালের আগে পর্যন্ত পথ–কুকুরের নির্বীজকরণের কাজটা ঠিক মতো হয়নি। বর্তমানে পুরসভার সর্বমোট ১৬টি বরো স্তরে কুকুরের নির্বীজকরণের জন্য অস্থায়ী শিবির খোলা হচ্ছে। ধাপাতে (এখানে খাঁচার সংখ্যা প্রায় ৩০০টি) তো আছেই এবং ক্যানাল ইস্টের ধারে নয়া 'ডগ পাউন্ড' তৈরি হবে। সেখানে নির্বীজকরণের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকবে। পুর সূত্রে খবর বর্তমানে কলকাতায় পথ কুকুরের সংখ্যা ৬৩ হাজার। যদিও এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসেব অনুযায়ী কলকাতার রাস্তায় এখন ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পথ কুকুর এবং লক্ষাধিক বিড়াল রয়েছে। ওই সংস্থাটি আরও জানায়, কুকুরের বছরে দু'বার এবং বিড়ালের বছরে তিন বার করে বার করে বাচ্চা হয়। ফলে প্রতিদিনই কলকাতা শহরে এই দুই প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, ধাপার ডগ পাউন্ডে নিত্য গড়ে ১০টি পথ কুকুরের নির্বীজকরণের কাজ হয়ে থাকে।

ছবি: কলকাতা পুরসভার সৌজন্যে।

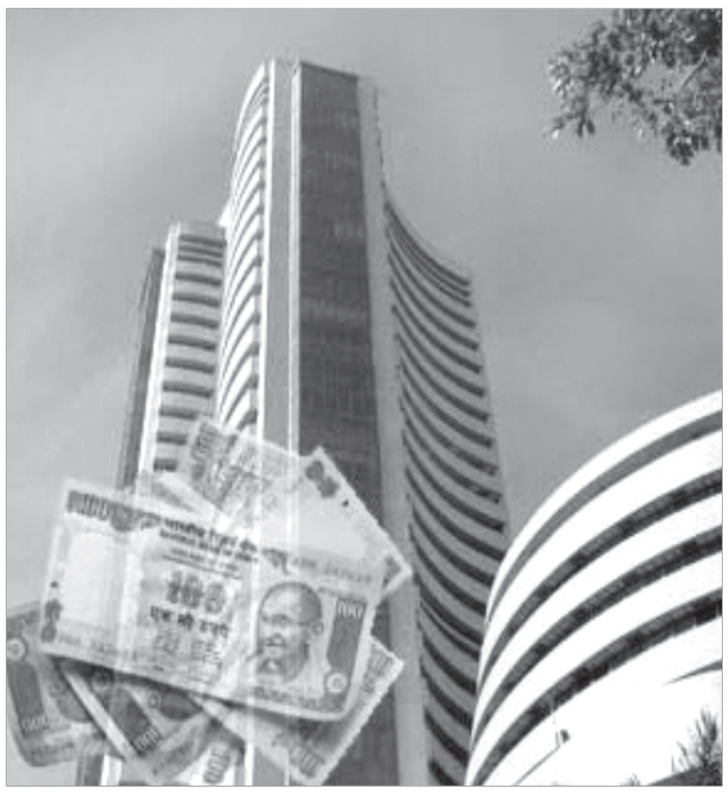

মিডক্যাপে ক্রয় অব্যাহত

পুরনো উচ্চতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

বৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে যেই বর্ষার অনুকূল আবহাওয়ার খবর দিয়েছে তখন থেকেই ভারতীয় শেয়ার বাজার কার্যত হিন্দোল করে উঠেছে। এই খবর আগের লেখায় ঘটা করে তুলে ধরাও হয়েছে। তবে একমাত্র বর্ষার সুগমতার খবরে বাজার গত ফেব্রুয়ারির মাসের নিম্নতল থেকে এতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে? এই প্রশ্ন সাধারণ শেয়ার গ্রহীতার মতো অনেকের মনেই আনাগোনা করছে। নানা ঝড়ঝাপটা সামলে এবার ভারতীয় শেয়ার বাজার আর পিছনে ফিরে তাকাতে চাইছে না। তার সামনের লক্ষ্য এখন নয়া নয়া গিরিশৃঙ্গ। আপাতভাবে সেই পরবর্তী জংশনের নাম সেনসেক্সের ক্ষেত্রে ৩২ হাজার। আর নিফটির ক্ষেত্রে ১০ হাজার থেকে ১০৫০০। আমেরিকা–ইউরোপেও বাজার চাঙ্গা থাকা, সর্বোপরি চিন ও এশিয়ার থিতু হওয়ার ইঙ্গিত সবের মিলিত ফল ভারতের বাজারের বৃদ্ধি। একে ঘুরে দাঁড়ানো বলা যেতে পারে। বিশেষ করে ৭ হাজার–এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত দু–তিন বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন বছরের মধ্যে প্রায় চার হাজার পয়েন্ট বেড়ে নয় হাজার অতিক্রম করেছিল। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি ৫২০০ থেকে একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে এই বিজয় চাকা ফের ৯০০০ কে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে। যদিও তার আগে ৮ হাজারের ঘরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ৯ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে গত জুন মাসে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এই মুর্হূতে নিফটি অবশ্য সেই ৮ হাজারি গাঁটকে অনেকটাই ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

মাঝে গ্রিসের অর্থনৈতিক ডামাডোল সমস্যাক্লিষ্ট করে তুলেছিল গোটা আর্থিক দুনিয়াকে। ভারতের বাজার সেই সময় পড়লেও সবার আগে ঘুরেও দাঁড়ায়। এখানেই বোঝা গিয়েছে তার শক্তি অনেক গভীর। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি দিল্লির গদিতে বসার পর থেকেই শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা মনোভাব ক্রমশ উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছিল। এল–নিনোর প্রকোপ নিয়ে চিন্তান্বিত আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবার বর্ষা নাকি কম হবে, বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে সারা দেশ জুড়ে। মৌসুমী বায়ুর এই সর্বনাশের গল্প শুনে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিনির্ভর ভারতে শেয়ার বাজারও ভীত হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতির কু–প্রভাবের যে গল্প গ্রিস থেকে আমদানি হয়েছিল তাও মোটামুটি কেটে গিয়েছিল। গ্রিস যেমন নিজেদের নমনীয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনই ইউরোপও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জটিল অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর মধ্যে আবার বর্ষার অচলাবস্থা কাটার খবর দুয়ে দুয়ে চার করেছে।

অর্থনীতি

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাময়িক যে মন্দা ভারতের বাজারে গ্রাস করেছিল তার নেপথ্যে ছিল চিনের গল্প। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাংলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে। যদিও তার বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না ভারতীয় রাজনীতির জাতাকলের জন্যই। এই যে জিএসটি বা জমি বিল পাশ করাতে পারছে না সরকার তা মার্কেটের কাছে খারাপ বার্তা বহন করে আনছে।

সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২০–র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছে ৩০ হাজারের অবস্থানে। হঠাৎ করে এত বড় অঙ্কের কথা শুনলে কান ঝালাপালা করতে পারে বা রাকেশবাবুর লেখা পড়লে চোখ ভিমরি খেতে পারে। তা বলে ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদকে অস্বীকার করা যাবে না মোটেই।

এমনটাও হতে পারে ৩০ হাজার না হোক ২০ হাজারের চৌকাঠে পৌঁছে গেল ভারতের বাজার। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন আরও একজন বিশ্ব বন্দিত শেয়ার বিশারদের কথা না বললেই না। তিনি হলেন মার্ক ফেবার। এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থনীতির গুণগান তাঁর মুখেও শোনা যাচ্ছে। তবে এত কিছু হওয়ার আগে লগগ্নিকারীদের উচিত এই ধরণের বড়সড় পতনে ভালো শেয়ার অল্প অল্প করে তুলে রাখা। ফার্মা, অটো এবং আইটি'র ওপর এখনও নির্ভর করা যায় অনেকাংশেই।

এতো কিছু ইতিবাচকের মধ্যে বাধা যে আসবে না তা নয়। বরং দেখা যাবে মাঝেমধ্যেই বিশ্ববাজারের কোনও খারাপ খবর বা ভারতের রাজনীতির কচকচানী অর্থনৈতিক বাজারকে টেনে ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সব পতন বা কারেকশনে সবার আগে কেনায় মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে যে সব কোম্পানি বা শেয়ারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে ঢেলে বিনিয়োগ করতে হবে। সোনার বাজারে পতন আরও একটি ইঙ্গিত বহন করছে শেয়ার বাজারের উত্থানের। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ২০০৮ সালে সারা বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতীয় বাজার যখন চরম পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল তখন কমোডিটি ক্ষেত্র, ক্রুড অয়েল বা কাঁচা তেল, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যাপক উত্থান ঘটেছিল। ক্রুড অয়েল ভারতের বাজারে পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় দেড়শো ডলারের কাছে। একইভাবে সোনা ৩৩ হাজারের ঘর ছুঁয়েছিল। সেদিক থেকে শেয়ার বাজার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমোডিটি মার্কেট পতনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্রুড এবং সোনার দামও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমশ নিচে আসছে।

তাছাড়া ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে প্রতি ৭–৮ বছর অন্তর ভারতীয় শেয়ার বাজার বড় ধরণের কারেকশনের সম্মুখীন হয়। সেই হিসেবে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ২০০৮–এর মহা পতনের পর ২০১৬ হয়তো সেই বছর। বাজার তার ঝোঁক বা ট্রেন্ড অব্যাহত রেখেছে এই বিগ কারেকশনের মাধ্যমে। যা থেকে বেরিয়ে আপাতত সবাইয়ের পাখির চোখ সামনের ভরা মরসুমে চাঙ্গা ভারতের প্রতিচ্ছবি দেখা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ জুন – ১৭ জুন, ২০১৬

মেষ : সপ্তাহটি অতি সতর্কে ও সামধানে অতিবাহিত করতে হবে। বাক সংযম করে চলা উচিৎ। বাধা থাকলে আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ে ভাল ফল পাবেন।

বৃষ: পতি–পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হবে। বন্ধু–বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। যাঁরা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। শরীর ভাল যাবে না।

কর্কট : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। সন্তান–সন্ততির বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে। শিক্ষায় বাধা আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। বন্ধুরা সহায়তা করবে।

সিংহ : পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম যশ বৃদ্ধি। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি হলেও উন্নতির যোগ।

কন্যা : গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের গোলমাল মিটে যাবে। আপনার সুচিন্তা ধারা কার্যে পরিণত হতে পারে। পতি পত্নীর মধ্যে মতের মিল থাকবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের আশা আছে।

তুলা : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ। নতুন ব্যবসা–বাণিজ্যের দিকে মন দেবেন না। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে আয় ও উন্নতির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। সদ গুরু লাভ এবং আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির যোগ রয়েছে। পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার ব্যাপারে সংযমী হতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে।

মকর : শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় বেশি লাভবান হবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি যথাযথভাবে করতে পারবেন না। সৎ ও জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। সাবধান থাকতে হবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে তেমন শুভফল পাবেন না। লেখাপড়ায় শুভ হবে। আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সতর্কে চলতে হবে।

মীন : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজে বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। চিন্তা ভাবনা করে কাজে হাত দেবেন।

রাজ্যের তিন জেলায় ১৩৮০ গ্রামীণ সম্পদ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের তিন জেলায় ১,৩৮০ জন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী নিয়োগ করা হবে। নিয়োগ করবে সংশ্লিষ্ট জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর অফিসের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল অডিট ইউনিট বা জেলা সামাজিক নিরীক্ষা শাখা। উত্তর ২৪পরগনার বাগদা, বনগাঁ, বারাসাত–১, আমডাঙা ও গাইঘাটা — মোট পাঁচটি ব্লকে ৫৫০ জন, মালদার ইংরেজবাজার, মানিকচক, হাবিবপুর ও চাঁচল–১ মোট চারটি ব্লকে ৪১০ জন এবং বীরভূমের মহম্মদবাজার, ময়ূরেশ্বর–২, সাঁইথিয়া ও লাভপুর— মোট চারটি ব্লকে ৪২০ জন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জেলার উপরোক্ত নির্দিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পুরসভার অন্তর্গত এলাকায় বসবাসকারী প্রার্থীরা আবেদন করবেন না। গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে কর্মরত বা ১০০ দিনের কাজে নিযুক্ত সুপারভাইজাররা আবেদন করবেন না।

আসন্ন সামাজিক নিরীক্ষার কাজে ২০১৬–১৭ আর্থিক বছরে উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ১৫ দিনের জন্য, বীরভূমের ক্ষেত্রে ১৩ দিনের জন্য এই নিয়োগ করা হচ্ছে। মালদার ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট দিন–সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নি। এই নিয়োগের মেমো নম্বর উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে 126/1(5)/SAU/N 24pgs/16–17. বীরভূমের ক্ষেত্রে DSAV/BHM/74(54). মালদার ক্ষেত্রে 32/DS/AU/6–1.

ব্লক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : উত্তর ২৪ পরগনা : বাগদা : ৯০টি। বনগাঁ : ১৬০টি। বারাসাত–১ : ৯০টি। আমডাঙা : ৮০টি। গাইঘাটা : ১৩০টি। বীরভূম : মহম্মদবাজার : ১২০টি, ময়ূরেশ্বর–২ : ৭০টি, সাঁইথিয়া : ১২০ টি, লাভপুর : ১১০টি। মালদা : ইংরেজবাজার : ১১০টি, মানিকচক : ১১০টি, হাবিবপুর : ১১০টি, চাঁচল–১ : ৮০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে রিপোর্ট লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থীর বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের অবশ্যই মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের অন্তর্গত ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড থাকতে হবে এবং এই প্রকল্পে কাজ করে থাকতে হবে। সেল্ফ হেল্প গ্রুপ (স্বনির্ভর গোষ্ঠী)–এর মহিলা সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমের সামাজিক নিরীক্ষার কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলেও অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

মালদার প্রার্থীর ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। সেই সঙ্গে প্রার্থীর পরিবারের কোনও সদস্যের ১০০ দিনের জব কার্ড থাকলে বা কমিউনিটি ভিত্তিক কোনও সংগঠনে বা সামাজিক নিরীক্ষার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। মহিলা ও তফসিলি প্রার্থীরাও অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবেন।

বীরভূমের ক্ষেত্রেও মহিলা ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। সেই সঙ্গে পরিবারের কারও বা প্রার্থীর নিজের ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড থাকলেও অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। এছাড়া জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কমিটি বা ভিলেজ এডুকেশন কমিটি বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা গ্রামস্তরে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা নেহরু যুব কেন্দ্রে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ভারত নির্মাণ স্বেচ্ছাসেবকদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়স : কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। মালদার ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতন : দৈনিক ৩৫২ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। মালদার ক্ষেত্রে প্রার্থীর ইংরেজি ও বাংলা লেখার দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে। বীরভূমের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে মহম্মদবাজার, ময়ূরেশ্বর–২, সাঁইথিয়া ব্লকের প্রার্থীদের ১৭ জুন ও লাভপুর ব্লকের প্রার্থীদের ২০ জুন।

পরীক্ষাকেন্দ্র : সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর। মালদার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে ইংরেজবাজার ব্লকের প্রার্থীদের ১৭ জুন ও লাভপুর ব্লকের প্রার্থীদের ২০ জুন। পরীক্ষাকেন্দ্র : সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর। মালদার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে ইংরেজবাজার ব্লকের প্রার্থীদের ২৭ ও ২৮ জুন, মানিকচক ব্লকের প্রার্থীদের ২৯ ও ৩০ জুন, হাবিবপুর ব্লকের প্রার্থীদের ১ ও ৪ জুলাই এবং চাঁচল–১ ব্লকের প্রার্থীদের ৫ জুলাই। পরীক্ষাকেন্দ্র : মালদার ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং সেন্টার (গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে)। উভয়ক্ষেত্রেই রিপোর্টিং টাইম সকাল ১০টা। উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের তারিখ জানতে চোখ রাখুন জেলার ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন নির্দিষ্ট জেলার ওয়েবসাইট থেকে। উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে : www.north24parganas.gov.in মালদার ক্ষেত্রে : www.malda.gov.in বীরভূমের ক্ষেত্রে : www.birbhum.nic.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে। একজন প্রার্থী কেবলমাত্র তাঁর ব্লকের নিজস্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্যই আবেদন করবেন।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- দু'কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। এর মধ্যে এক কপি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে তার ওপর সই করবেন। অন্য কপিটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
- মাধ্যমিকের মার্কশিটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ১০০ দিনের জব কার্ডের প্রথম পৃষ্ঠার স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে কাজ করে থাকলে, নাম নথিভুক্ত থাকার প্রমাণস্বরূপ 'কপি অব রেজোলিউশন'–এর স্বপ্রত্যয়িত নকল (মালদার ক্ষেত্রে)।
- যথাযথভাবে পূরণ করা 'সংযোজনী–১' (উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে)।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা একটি খাম (উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে)।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থীর নাম, ঠিকানা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লকের নাম পরিষ্কার করে লিখবেন।

উত্তর ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে ১৩ জুনের মধ্যে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে হবে। ঠিকানা : The District Nodal Officer, Social Audit Unit, North 24 Parganas, R.B.C Road, Barasat, Hasting House Complex, Beside District MGNREGA Cell.

মালদার ক্ষেত্রে ১২ জুনের মধ্যে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট ব্লকের এমজি এনরেগা (মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট) সেলের ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

বীরভূমের ক্ষেত্রে ১০ জুনের মধ্যে যে–কোনও কাজের দিন সকল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে প্রার্থীদের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিপণনের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবজি, ফল, ফুল রপ্তানির প্রশিক্ষণ দেবে এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। চার সপ্তাহের কোর্স। অন্তত মাধ্যমিক পাশ হলেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ডিরেক্টর এম এন মাইতি জানিয়েছেন, সবজি, ফল, ফুলের রপ্তানি ব্যবসায় আগ্রহীদের পাশাপাশি যাঁরা আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক লক্ষ্যে সবজি, ফল, ফুলের চাষ ও বিপণন করবেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই প্রশিক্ষণ যথেষ্ট কার্যকর হবে। তিনি জানান, ফিল্ড ভিজিটও এই প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সপ্তাহে ৩ দিন, সোম, বুধ, শুক্র বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ক্লাস। ফি ৫,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠান থেকেই স্টাডি মেটেরিয়াল সরবরাহ করা হবে। ক্লাস শুরু হবে ৫ জুলাই থেকে।

আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে। ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে প্রতিষ্ঠানের এই ওয়েবসাইট থেকেও : www.edikolkata.org ঠিকানা : এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, আই–বি ১৯৪, সল্টলেক, কলকাতা– ৭০০ ১০৬। ফোন : ২৩৩৫–৭৬৮১, ২৩৩৫–৭২৫৮। ই–মেল : edisaltlake@gmail.com

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে উদ্ধার বোমা

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : গড়িয়া বোড়ালে সাত সকালে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদকের বাড়ির সামনে বোমা পাওয়া গেলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ও জোট শক্তি জিততে না পারায় ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বরুণ সরকারের বাড়ির সামনে বোমাটি রেখে একদল দুষ্কৃতী চলে যায় এলাকার মানুষদের মন্তব্য। এছাড়া কেউ কেউ মন্তব্য করে যে নির্বাচনে জিতলে বোমাগুলো ফাটাবে বলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন জোট শক্তি ওই ওয়ার্ডে হেরে যাবার জন্য সেই বোমগুলো তৃণমূল যুব নেতাদের উদ্দেশ্যে ছিল। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্ত রায় ও অন্যান্য তৃণমূলের নেতারা উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগমকে খবর দেয়। এর পর সোনারপুর থানায় খবর গেলে আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাঠায়। এছাড়া বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে সোনারপুরে কাটিপোতায় বোম নিষ্ক্রিয় করতে গেলে থানার তিন জন পুলিশ কর্মী বোমা ফেটে আহত হন। এবারে বোড়ালে সেই রিস্ক নিতে চাননি সুজয় বাবু।

অভিষেকের নিঃশব্দ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : গত ৫ জুন দক্ষিণ শহরতলির বজবজে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গত দুই বছর তিনি কি কাজ করেছেন, সেই সংক্রান্ত একটি বই ''নিঃশব্দ বিপ্লব'' প্রকাশ করলেন। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর এলাকার ৭ জন প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন। নির্বাচনের পর বিজয় উৎসবের রূপ নিয়েছিল অভিষেকের এই সভা। সভার শুরুতে হরেকৃষ্ণ হালদারের সম্প্রদায় শ্রীখোল মৃদঙ্গ পরিবেশন

করে তৃণমূলের কর্মী–সমর্থকদের আনন্দ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, বিধায়ক দিলীপ মন্ডল, কস্তুরী দাস, অশোক দেব, আব্দুল খালেক মোল্লা সহ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকার সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও হাজার হাজার তৃণমূল সমর্থক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের দলের মূলধন হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ এবং দলের সম্পদ হল প্রতিটি বুথ স্তরের তৃণমূল কর্মীরা। যারা নিরলস প্রচেষ্টায় এই জয় এনেছে। আগামী দিনে ডায়মন্ড হারবার এলাকায় আরও উন্নয়ন হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার নানা জনমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প ও কর্ম সংস্থানেও জোর দেওয়া হবে। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই সংগঠনের কাজে নেমে পড়ার জন্য কর্মী সমর্থকদের উৎসাহিত করেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অভিষেক গত দুবছরে তাঁর এলাকায় কি কাজ করেছেন, লিখিতভাবে একটি বই প্রকাশ করল। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। সভা সঞ্চালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন বজবজ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত।

দীপান্বিতার রহস্য মৃত্যু

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দাম্পত্য জীবনের মাত্র এক বছরও ঘুরতে পারেনি। এর মধ্যেই মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হল মাত্র কুড়ি বছর বয়সী দীপান্বিতা আদক। গত বছর বাংলা বর্ষের ১৪২২ সালের পয়লা বৈশাখ বিয়ে হয় দীপান্বিতার। এই একই বছরে ১১ চৈত্র, ইংরেজি ২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে মৃত্যু হয় তার।

উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটি থানার অন্তর্গত দেবক গ্রামের বাসিন্দা দীনবন্ধু রায়ের কন্যা দীপান্বিতা রায়ের দেখাশুনো করে বিয়ে হয় জেলারই আমডাঙা থানার অন্তর্গত কামদেবপুরের বাসিন্দা চাঁদু আদকের পুত্র উৎপল আদকের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই পণের টাকা ও নানারকম দাবি–দাওয়া নিয়ে নির্যাতন চলত বলে জানালেন দীনবন্ধুবাবু। তিনি আরও জানান, প্রায় ছয় ভরি সোনার বিভিন্ন গয়না, আরটিআর ১৬০ অ্যাপাচি মোটর সাইকেল সহ বক্স খাট, ড্রেসিং টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্র দানসামগ্রী হিসেবে বিয়েতে দিয়েছিলেন। এসত্ত্বেও প্রায়শই বাপের বাড়ি থেকে কথায় কথায় টাকা আনার জন্যে মেয়েকে চাপ দিত শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা। বেশ কিছুদিন ধরে ১০৭ (ছোটা হাতি) চার চাকার গাড়ির দাবি করে আসছিল তারা।

কিন্তু মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে আর কিছু এভাবে চাইতে পারবে না বলে জানালে তার উপর ব্যাপক অত্যাচার শুরু করে দীপান্বিতার স্বামী অর্থাৎ জামাই উৎপল, শাশুড়ি নমিতা আদক

ও বিবাহিতা ননদ টুম্পা দাস বলে দীনবন্ধুবাবুর অভিযোগ। গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁকে তার মেয়ের মৃত্যুর খবর দেয় জামাই উৎপল। জামাই তাকে জানায় দীপান্বিতা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু দীনবন্ধুবাবুর অভিযোগ তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। তার অভিযোগ এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আমডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যায় প্ররোচনা হিসেবে থানা অভিযোগ গ্রহণ করে। পুলিশ তার জামাই উৎপল, শাশুড়ি নমিতা ও ননদ টুম্পার বিরুদ্ধে ৪৯৮এ/৩০৪ বি ও ৩৪ আইপিসি ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। যার কেস নম্বর ১৩৫/১৬ তারিখ ২৬/৩/১৬। পুলিশ দীপান্বিতার মরদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে ২৬ মার্চ বারাসত হাসপাতালে পাঠায়। আমডাঙা থানার ওসি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই কেসের আইও অনিল সাউ–এর অভিমতও একই। স্থানীয় বিধায়ক রফিকুল রহমানকেও বিষয়টি জানিয়েছেন দীনবন্ধুবাবু। বিধায়কও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আজ প্রায় আড়াই মাস হতে চলল, তথাপি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমডাঙা থানার হাতে এসে না পৌঁছানোয় বিস্ময় প্রকাশ করেন দীনবন্ধুবাবু। অবশ্য ইতিমধ্যে সোনা গয়না ও মোটর সাইকেল ছাড়া বিয়ের অন্যান্য দানসামগ্রী আমডাঙা থানার উদ্যোগে দীপান্বিতার শ্বশুরবাড়ি থেকে দীনবন্ধুবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধুবাবুর দাবি, 'আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্যে যে বা যারা দায়ী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। কারণ এই ঘটনা শুধু আমার একার ক্ষেত্রেই এমন নয়। অনেক মেয়ে ও তার বাবা–মায়েরাই আজ এমন মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়ে চলেছেন।' পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের জন্যে তিনি জেলা শাসক ও এসপির দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন।

নোদাখালীতে এক রাতে তিনটি বাইক লোপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ জুন গভীর রাতে দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার দক্ষিণ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীনগর ও বনরায়পুর গ্রামে তিনটি বাইক চুরি গেল। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বনরায়পুর গ্রামে দেবব্রত বাগ তার ঘরের বারান্দায় টিভিএস অ্যাপাচে (WB–20AE2134) গাড়িটি গলায় চাবি দিয়ে রেখেছিল। সকালে উঠে দেখে গাড়ি নেই। এরপর খবর পাওয়া যায় পাশেই কালীনগর গ্রামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের ভাইপো সুদীপ রায়ের হিরো স্প্লেন্ডার গাড়িটিও (WB–20T2994) চুরি গেছে বাড়ির সামনে থেকে।ওই গ্রামেরই দেবব্রত মন্ডলের হিরো গ্ল্যামার (WB–22–8969) গাড়িটিও সকালে বাড়ির উঠোনে খোঁজ মেলেনি।

নোদাখালী থানার পুলিশ আধিকারিকরা সকালেই এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। পুলিশ এই ঘটনায় হতবাক। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, এই ধরনের ঘটনা গ্রামে প্রথম ঘটল। যাদের বাইক চুরি গিয়েছে তারা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় কেস শুরু করে তদন্ত চালাচ্ছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাইক চুরির পিছনে কোনও র‍্যাকেট রয়েছে কিনা তা নিয়ে খোঁজ খবর চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে পড়শি দুটি রাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতীরা এই বাইক লোপাটের কাজে সামিল হয়েছে বলে বার বার গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য উঠে এসেছে। নোদাখালীর এই বাইক চুরি তাই আলাদা কোনও র‍্যাকেট না বাইরের দুষ্কৃতীদের কাজ সেদিকটা ভেবে দেখছে পুলিশ। চারিদিকে চিরুনি তল্লাশিও চলছে জোর কদমে।

হুগলির সংশোধনাগারের আবাসিক কয়েদিদের কেঁচো সারের প্রশিক্ষণ

রিম্পি ঘোষ : চাষের জমিতে বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি ও উৎপন্ন ফসলের গুণগত মান হ্রাস পায় বলে বর্তমানে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মাটিতে জৈব সার প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। জৈব সারের মধ্যে কেঁচো সার সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জীব বিজ্ঞানের ভাষায় কেঁচো হল মাটির বন্ধু। এরা কখনও মাটি খুঁড়ে, আবার কখনও সারের মাধ্যমে কৃষিকাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট জাতের কিছু কেঁচোর সাহায্যে পচা জৈব আবর্জনাকে তাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিয়ে যে বর্জ্য পদার্থ নিঃসারিত হয় তাকে কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট বলে। কেঁচো সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া এই সারে বিভিন্ন হরমোন যেমন– অক্সিন, জিব্বারেলিক অ্যাসিড, সাইটোকাইনিন, হিউমিক অ্যাসিড অঙ্কুরোদগম ও গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদিত ফসলের গুণগত মান ভালো হয়। কেঁচো সারে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক থাকায় তা রোগ প্রতিরোধেও যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেয়। কেঁচো সার তৈরির পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল।

তাই জৈব সার বা কেঁচো সার তৈরির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুবই স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে যে কেউই কেঁচো সার তৈরি করতে পারে। প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে কেঁচো সার তৈরি করা যায়। প্রথম ধাপে মাটির ওপর খোলা আকাশের নিচে কেঁচোর খাবার তৈরি করে এবং দ্বিতীয় ধাপে ছাউনির নিচে সেই খাবার দিয়ে কেঁচো সার তৈরি করতে হয়।

এতদিন পর্যন্ত চাষিরা, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই কেঁচো সার তৈরি করত। বর্তমানে প্রশাসনিক স্তরেও এই জৈব সারের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি হুগলি জেলা সংশোধনাগারের আবাসিক কয়েদিদের কেঁচো সারের একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চুঁচুড়ায়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কয়েদিদের সঙ্গে ছিলেন চুঁচুড়ার এএসআই ঈশা খান। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ অঞ্জন কুমার চৌধুরী, ডঃ কিরনময় বাড়ৈ প্রমুখ। ডঃ বাড়ৈ কৃষি খামারে আবাসিক কয়েদিদের কেঁচোর খাবার তৈরি ও সেখান থেকে কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ হাতে – কলমে করে শেখান।

মহানগরে

পুলিশি নিরাপত্তাহীনতায় রাতের শহর

সুজয় সাধুখাঁ

ইদানিং দেখছি প্রতিটি সাধারণ মানুষের মধ্যে কেমন যেন কুঁড়েমি ভাব এসে গিয়েছে এবং তার সাথে সাথে যে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কোমরেও বাত ধরেছে তাও কিন্তু বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আমরা প্রতিদিনই দেখি সকালবেলা পুলিশরা সেজেগুজে হাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে হিরোদের মতো প্রতিটি রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে থাকে এবং বাইক, ট্যাক্সি বা বাস চালকরা যদি কোনওরকম সিগন্যাল ফেল করে তাহলে তাদের ঠিক পাকড়াও করে।

কলকাতা শহরের রাতের ছবিটা আবার উল্টো। অর্থাৎ রাতের মহানগরীতে পুলিশি ব্যবস্থা দেখতে রাত ১১.৩০ মিনিট থেকে দেড়টা পর্যন্ত ঢুঁ মারলাম শহরের বেশ কয়েকটি ব্যস্ততম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের। উল্টে দেখলাম ঘড়ির কাঁটা যখন মধ্য গগনে তখন বালিগঞ্জ ফাড়ি ও বিজন সেতু সংলগ্ন ট্র্যাফিক গার্ড থেকে গড়িয়াহাট ক্রশিং অন্যদিকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড থেকে সাঁপুইপাড়া, গাঙ্গুলিবাগান মোড়, এবং বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর পুরো এলাকার ছবি দেখে মনে হল সাধারণ মানুষরা যেন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। একের পর এক লরি, ট্রাক, ট্যাক্সি, বাইক সিগন্যাল ছেড়ে মরণকামড়ের মতো একে অপরের সঙ্গে টক্কর নিয়ে ছুটছে। অবাক হচ্ছেন? এখন এটাই রাতের প্রচলিত ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে মহানগরীতে।

আমরা এতদিন জানতাম যে পুলিশরা সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা

দেয় কিন্তু এই ছবি দেখার পর মনে হচ্ছে অতীতে যে চুরি, ছিনতাই এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার হওয়ার ছবিগুলি আমরা দেখতাম তা হওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক। অবশ্য এখন মনে হয় পুলিশই বা কি নিরাপত্তা দেবে? সাধারণ মানুষের ইদানিং যেভাবে তাদের উপরও অত্যাচারের ছবি দেখছি কেউ কেউ ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে বা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা আবার চড় কষিয়ে দিচ্ছে কর্তব্যরত কর্মীদের। রাতে সিগন্যাল না মানাতে বাধা দিতে গিয়ে অনেক বাইক বাহিনীদের হাতে যেমন পুলিশরা আহত হয়েছেন তেমনই মন্ত্রী মশাইদের গাড়ি আটকেও নিজেদের গালে সপাটে চড় খেয়েছে তারা। ফলে রক্ষকই যদি ভক্ষক হয় তাহলে কার কি বা করার আছে। সেই কারণেই হয়ত এখন নিজেদের সেভ গার্ডে রেখে সাধারণ মানুষদের জীবন বিপাকে ফেলে নিদ্রাচ্ছন্ন হতে দেখা যাচ্ছে পুলিশদের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাতে পুলিশদের কেন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না? দ্বিতীয়ত, কোনও মানুষের যদি রাতে বিপদ হয় তাহলে তারা রাস্তায় কেন কোনও পুলিশি সাহায্য পাবে না? বলা বাহুল্য, তাহলে কি রাতের বেলায় 'মামাদের' পকেট ঠিকভাবে 'গরম' হচ্ছে না? নাকি পকেট আগে থেকেই 'গরম' হয়ে যাচ্ছে বলে সেইরকম কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না 'মামা'দের মধ্যে?

এবার সংক্ষেপে তুলে ধরলাম কোথায় কি রকম ছবি দেখলাম। প্রথমেই সাঁপুইপাড়া গাঙ্গুলিবাগান এর কথা বলি রাত ১১.৩০ মিনিট পুরো রাস্তা যেন শুনশান এলাকা। একের পর এক ট্রাকগুলি একে অপরের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ছুটছে তার পাশাপাশি কোথাও কোনও ট্র্যাফিক ব্যারিকেড পর্যন্তও চোখে পড়ল না। সেই একই ছবি দেখলাম রাত ১২টার শহরের আর এক ব্যস্ততম রাস্তা প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে। এবার রাত ১২.৩০ মিনিটে ঢুঁ মারলাম রুবি গোলপার্ক চৌরাস্তার মোড়ে সেখানে একের পর এক গাড়ি দেদার সিগনাল ফেলে দৌড়চ্ছে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক গার্ডে বসে চোখ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মজা লুটছে এক সাদা উর্দিধারী পুলিশকর্মী। এরপর পৌঁছলাম ১১.৪৫ মিনিটে গড়িয়াহাট ক্রসিং–এ সেখানে তো ট্র্যাফিক গার্ডে তখন ঝাঁপে লাঠি দেওয়া। অন্যদিকে রাস্তার ডানদিকে একটি পুলিশ গাড়িতে দুজন পুলিশকর্মীকে দেখলাম বিন্দাস ঘুম দিচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে এবং তার ডান ও বামে দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটছে গাড়ি। এবার গড়িয়াহাটের সংলগ্ন গা ঘেঁসা ১৫ মিনিট গেলেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ি সেখানে রাত ১.০০ দেখলাম এক সাদা উর্দিধারী কনস্টেবল ট্র্যাফিক গার্ডে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে এবং অপরদিকে আর এক কনস্টেবল আমাকে ছবি তুলতে দেখে সোজাসুজি প্রশ্ন ওনার ছবি তুলছেন কেন? ছবি নিয়ে কি করবেন? সংবাদমাধ্যম থেকে এসেছি বলাতেই আর মুখ থেকে যেন কথা ফুটল না খাকি পোশাকের ওই কর্মীর। এবং সেই একই ছবি দেখলাম বিজন সেতুর গায়ে ট্র্যাফিক গার্ডে। ঘড়ির কাঁটা যখন ১.১৫ মিনিদ তখন রাজ্য পুলিশের এক কর্মীকে দেখলাম পাখা চালিয়ে দেদার নাক ডাকছে এবং অন্যদিকে সিগনাল ফেলে একের পর এক বাইক রেষারেষি করে ছুটে বেড়াচ্ছে। এবার দেখে নিন সেই সমস্ত রোডগুলির ছবি। এবং ভাবুন আমরা কতটা নিরাপত্তা পাচ্ছি পুলিশদের থেকে। কিছুমাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশদের নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলে, 'রাজ্যে কিছু ভীতু পুলিশ আছে' এখন দেখছি সেই কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা কিন্তু পুলিশ প্রশাসন সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন দিনে দিনে।

সিলিন্ডারে ভর্তুকি ১৫৬.৩২

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল খানিকটা মন্দা কাটিয়ে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতেই দেশের বাজারে ফের পেট্রোল, ডিজেল ও বিমান জ্বালানির দাম বাড়লো। এরই সঙ্গে ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামও বেড়েছে। ফলে কলকাতায় ভর্তুকিবিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ২১ টাকা বেড়ে হয়েছে ৫৭৫ টাকা ৫০ পয়সা। অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রাহক সিলিন্ডার পিছু তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা পান, তাঁরা চলতি মাসে সিলিন্ডার পেলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫৬.৩২ টাকা ভর্তুকি হিসাবে পাবেন। প্রসঙ্গত, ভর্তুকি যুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম ৪১৯.১৮ টাকা।

নানা প্রকল্পের ঝুলি নিয়ে হাজির রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের ঝুলি নিয়ে হাওড়ায় হাজির হলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভাকর প্রভু। গত ৯ জুন হাওড়া স্টেশনে অনুষ্ঠিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব এবং মেট্রো রেলের নানা প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী ডঃ সঞ্জীব কুমার বালিয়ান, সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী অরূপ রায় এবং রেল বোর্ডের কর্তারা।

মঞ্চ থেকে রেলমন্ত্রীর মাধ্যমে বাংলা পেল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। যেমন এদিন জনগণের জন্য উৎসর্গিত হল পলাশী ও বেলডাঙার মধ্যে যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ডবল ট্রাফিক সিগন্যালের পরিষেবা। এছাড়াও এদিন আরামবাগ এবং গোঘাটের মধ্যে নতুন লাইন পাতার ছাড়পত্র দিলেন মন্ত্রী। পতাকা নাড়িয়ে মন্ত্রী শিলান্যাস করলেন বজবজে বগি তৈরির কারখানা। এ রাজ্যের মন্ত্রী থেকে সাংসদরা স্বভাবতই বাংলার এই পাওনায় খুশি। মন্ত্রী বলেন, রেলের পরিষেবা উন্নত করতে দেশজুড়ে নানা প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মন্ত্রী, সাংসদরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়েছেন মন্ত্রীকে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত মন্ত্রী এবং বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীরতন শুক্লা, রেলের তিন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার এ কে গোয়েল সহ রেলের অন্যান্য কর্তারা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত যাত্রীরাও রেলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বিশেষ করে রাজ্যে যখন শিল্পের মন্দা চলছে তখন বজবজে বগি তৈরির কারখানা কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে বলে তাদের ধারণা। তবে রেলের বর্তমান পরিষেবা আরও উন্নত করতে হবে বলে যাত্রীদের মত। **ছবি: পিআইবি**

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১১ জুন – ১৭ জুন, ২০১৬

মথুরা গণহত্যায় 'মানবাধিকার' দলগুলি মৌন কেন?

তাঁরা জঙ্গি নয়, অখন্ড ভারতের স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা স্লোগান দিয়েছিল। বিনিময়ে বুলেট। জয় গুরুদেবের ভক্ত সংখ্যা সারা দেশে কম নয়। নেতাজির ভক্ত সংখ্যা আজও এদেশে ও বিদেশে কম নয়। নেতাজি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস থাকতেই পারে, গণতান্ত্রিক ভারতে বহুমতের ভারতবর্ষে এটাই বৈচিত্র্য ও ঐক্যের বাঁধুনি। গত সপ্তাহে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শধন্য মথুরায় দুই পুলিশ আধিকারিকসহ ২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গণমাধ্যমে অগ্নিগর্ভ মথুরায় সংবাদ কিছুটা একপেশে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে উঠে এসেছে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। স্বাভাবিক ভাবেই দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের পালা চললেও আসল সত্য যে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ মথুরার জওহরবাগে প্রায় তিন হাজার মানুষ যাঁরা মূলত জয় গুরুদেব ও নেতাজির প্রতি আস্থাশীল তাঁরা বেআইনি ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের মান্যতা নিয়ে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল বলে জানা যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ভাবনায় সহিষ্ণুতাই বড় কথা। যে কাজ আলাপ আলোচনায় হতে পারত সেখানে অবিচারে গুলিবর্ষণ অগ্নিসংযোগ কখনই কাম্য হতে পারে না। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক, কাদের দিক দিয়ে প্ররোচনা ছিল তা নিশ্চয় তদন্তে উঠে আসবে। কিন্তু এত জীবনহানি এ নিয়ে ভোট সর্বস্ব রাজনীতি আর মানবাধিকার সংগঠনগুলির রহস্যময় নীরবতা প্রশ্ন তুলে দেয়। এই আন্দোলনে নেতাজির নাম যুক্ত আছে বলেই কী অতি সাম্যবাদী কিংবা দক্ষিণপন্থী দলগুলির যুবশক্তি কিংবা বুদ্ধিজীবীদের নির্লিপ্ত ভাব। কোথাও কোনও মোমবাতি মিছিল কিংবা দাবিদাওয়া না থাক মথুরা যেন তাঁদের জীবন দর্শনে নেই।

দেশে মাওবাদী থেকে শুরু করে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা অসম, নাগা, মণিপুরে জঙ্গি থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কার এলটিটিই–র সঙ্গে যদি সরকার আলোচনা করতে পারে তাহলে মথুরায় এমনকী ঘটল এত মানুষকে প্রাণ দিতে হল কয়েক ঘন্টার মধ্যে। যে অস্ত্র উদ্ধারের তত্ত্ব পুলিশ প্রচার করেছে সেই পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বহু রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে ইতিপূর্বে উদ্ধারের সংবাদ গণমাধ্যমে এসেছে। আরও একটি বিষয়ে রহস্য দানা বাঁধছে অখিলেশ যাদব সরকারকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ কয়েকবছর আগে নির্দেশ দিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে অনামী সন্ন্যাসী ভগবানজির কক্ষে প্রাপ্ত সমস্ত জিনিসপত্র বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংরক্ষণ ও ভগবানজির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশের জন্য অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন করতে। উল্লেখ্য নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়ে ছিলেন ভগবানজিই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহশালায় ভগবানজির কক্ষে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের সংরক্ষণ হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হলে কিছু দিনের মধ্যেই সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে সংগ্রহশালার দ্বার। ভগবানজির প্রকৃত পরিচয় নিয়ে তদন্তের সূচনা হবে শীঘ্রই এমন একটি প্রেক্ষিতে হঠাৎ মথুরা কান্ড খুবই রহস্যময়। যে সমস্ত গণমাধ্যম টিভি চ্যানেল নেতাজি ফাইলের তথ্য প্রকাশ করতে বা দেখাতে আগ্রহ দেখায় নি কোনও দিন তাঁদের একাংশ অতি উৎসাহ নিয়ে স্রেফ একপেশে সংবাদ পরিবেশন, প্যানেল আলোচনা করছেন তা নিয়েও ধন্দ থেকে যায়। মথুরার ওই আন্দোলনের অন্যতম মুখ রামকৃষ্ণ যাদব এর মৃত্যু নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছে উত্তর প্রদেশের পুলিশ। দু বছরের চল্লিশটি গোয়েন্দা রিপোর্টে কিংবা জয়গুরুদেবের সঙ্গে সুভাষ সেনার নাম জড়িয়ে থাকা পুরো বিষয়টিকে নিয়ে অবিলম্বে প্রকৃত নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি।

অমৃত কথা

৫১. ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

৫২. পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়–এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক।

৫৩. পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে লেখাপড়া শিখতে না পারে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।

৫৪. পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজে ঐরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রী–পুরুষ যারা সচেষ্ট তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে।

৫৫. প্রত্যেক দাসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষা। আবার এই ঈর্ষা দ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম বুঝবে না।

৫৬. প্রত্যেকের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারতের আদর্শ ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক বা বহির্মুখী। পাশ্চাত্য এতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতিও সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়া লাভ করিতে চায়।

৫৭. প্রিয় বাছারা, পিতামাতার চেয়েও তিনি তোমাদের নিকটতর। তোমরা ফুলের মতো পবিত্র ও নির্মল। সেভাবেই থাকো। তাহলেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন তোমাদের কাছে।

৫৮. প্রিয় বস! জানিবে, কোন ব। কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই।

৫৯. প্রেমই জীবন–উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ।

৬০. বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি বস্তুর প্রয়োজনঃ

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগা। বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যাহারা স্ব হইতে কিংবা স্ব করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগের সহায়তা।

৬১. 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ–বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি–হে ওজঃস্বরূপ আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।

গরিবের করের টাকা খরচ করে তুমি রাজা–উজির হবে? মামার বাড়ির আবদার আর কি!

নির্মল গোস্বামী

আমাদের মন্ত্রী দ্বিতীয় বার প্রথম দিনে বিধানসভায় ভাষণে বিরোধীদের নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিধানসভা চালিয়ে নজির সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। আর দেশের নির্বাচন বিধির সংস্কার সাধনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন নির্বাচনে কালো টাকা খরচা হয়। এই কালো টাকার দৌরাত্ম্য কমাতে প্রার্থীদের নির্বাচনের খরচ নির্বাচন কমিশনের বহন করা উচিত। তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোকে আর অসৎ উপায়ে নির্বাচনী খরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হয় না।

ভারতবর্ষে আর কোনও দল এই দাবি তুলেছে বলে জানা নেই। তবে পূর্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই দাবি তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। এবার লোকসভায় এই প্রশ্ন উত্থাপনের কথা বলেছেন। এই দাবি তোলার পিছনে দলের নিজস্ব কিছু কারণ অবশ্যই আছে। ১১ সালের নির্বাচনে সারদার টাকা আর ১৬–র নির্বাচনে নারদার স্টিং কান্ডে তৃণমূল বিব্রত। মুকুল রায় সভায় বলেন যে নারদার টাকা কেউ এক পয়সাও নিজের জন্য খরচ করেনি। অর্থাৎ দলের নির্বাচনের জন্য নেতাদের টাকা প্রয়োজন তাই তারা অনৈতিক উপায়ে হলেও টাকা তোলে। মমতাদেবী দলকে দুর্নীতিমুক্ত করতে নির্বাচনের খরচকেই প্রধান দায় বলে বিবেচিত করেছেন এবং এর থেকে মুক্ত হতে হলে নির্বাচনের খরচ সরকারি তহবিল থেকে দিলেই দল দুর্নীতিমুক্ত হবে সহজেই। ভারতবর্ষের সব দলের তহবিলের উৎস গোপন থাকে। তারা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক। এই অনৈতিক টাকার প্রয়োজন আর হবে না, যদি নির্বাচনের ব্যয় বহন করে কমিশন। এই ভাবে শুধু নিজের দল নয় ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দলগুলোকে কালোটাকা নির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন।

মমতা দেবীর উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সাধু এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু কতটা বাস্তবানুগ সে বিষয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ থাকে।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়, তা হল ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলটা নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত বিধি মেনে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে? অর্থাৎ লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কমিশনের বেঁধে দেওয়া টাকাটাই শুধু করে? তার একটাও বেশি খরচ করে না? এই সততাটা কেন দেখাতে পারে না রাজনৈতিক দলগুলো। হিসাবে মিলিয়ে দেয় কিন্তু বাস্তবে খরচ হয় তার দশকুড়ি গুণ। এটা ওপেন সিক্রেটের মতো। প্রশ্ন হল কেন বেশি টাকা খরচ করতে হয় না জিততে গেলে এই টাকা খরচ করতেই হয়। পার্টির টাকা খরচ হলে একটা বিধানসভা লড়তে প্রার্থীর কুড়ি ত্রিশ লাখ টাকা খরচ হবে। আর সেই প্রার্থীর খরচটা যদি সরকারি তহবিল থেকে আসে তাহলে আট লাখে হয়ে যাবে।? এ কেমন যুক্তি হল।

সরকার আট লাখ দিলেও প্রার্থী সেই ত্রিশ লাখই খরচা করবে। শুধু ৩০–৮=২২ লাখ টাকা পার্টির খরচ হবে ব কলমে। আর সেই ২২ লাখ টাকা তুলতে সেই কালো টাকার কারবারীদের কাছে কিংবা নারদা, সারদার কাছে হাত পাতলেই হবে। তাতে দল দুর্নীতি মুক্ত হবে কি?

নির্বাচনে খরচ করতে হয় বলেই দলের দুর্নীতি জড়িয়ে পড়াটাকে যারা সমীচীন ভাবে তাদের যুক্তি এমনই অসার হয়। তাহলে আমার সংসারে অভাব আছে বলেই আমি কি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করব? আইন কি তা মানবে? ফলে নির্বাচনে খরচটা অজুহাত নয়। দলের সততা, তার কর্মী নেতাদের চরিত্র গড়ে ওঠে দলের নীতি আদর্শের উপর নির্ভর করে।

দলই বা প্রার্থীর টাকা দিতে যাবে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে প্রত্যেক প্রার্থীকে পার্টির তরফ থেকে লাখ লাখ টাকা দিতে হবে?

আজকাল প্রার্থীদের ঘোষিত সম্পদের ঘোষণা করতে হয় নির্বাচন কমিশনে। সেখানে চোখ বুললেই দেখা যায় কোটিপতির ছড়াছড়ি। ১০, ২০, ৫, ৫০, ১০০ কোটির সম্পদের অধিকারীরা প্রার্থী। তাদের জন্য পার্টিই বা কেন খরচা করবে আর সরকারি তহবিল থেকে কেন খরচা করা হবে? একজন এমএলএ, এমপি'র পাঁচ বছর কাটিয়ে সম্পদ ৫,১০,২০, ১০০ গুণ করে বাড়ছে। সারাজীবন পেনশনের ব্যবস্থা হয়ে থাকছে তার সঙ্গে আলাদা ভাতাও আছে। দেশের সেবা করতে কেউ তো ভিখারি হয়ে যায় নি? আমাদের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ১০০ কোটি টাকার মালিক তার জন্য গরিবের ট্যাক্সের টাকায় নির্বাচনী ব্যয়ভার সরকার বহন করবে এর কোনও যুক্তি আছে? এটা কি মানবিক?

উদাহরণ, হিসাবে লালুপ্রসাদ যাদবের কথা ধরা যাক। মুখ্যমন্ত্রী গো খাদ্যের হাজার কোটি টাকার তছরূপে দোষী সাবস্ত হয়েছে। সিবিআই আদালতে তিনি সাজা প্রাপ্ত। ছ'বছর ভোটে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর মামলা চলবে বহু বছর ধরে। এই ফাঁকে ছ'বছর বাদে লালু প্রসাদ ভোটে দাঁড়ালে তার জন্য গরিবের করের টাকা খরচ করতে হবে? কেন? চোর, গুন্ডা, ধর্ষক, চিটিংবাজ, বাটপার এরা সব পার্টির সম্পদ কেউ কেউ জেল থেকেও প্রার্থী হয়, তাদের জন্য মেহনতী মানুষের করের টাকা খরচ করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে জন–সেবক হতে পারে? এ প্রস্তাব হাস্যকর এবং অলীক। আজকাল দলের নেতারা পরিবার পরিজন সহ ভোটের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিং এম পি, তার ছেলে এম পি, ছেলের বউ এমপি ভাই, ভাই পো এমপি। এই পরিবারের দশজন লোক এমপি নির্বাচনে প্রার্থী হল এমপি পিছু যদি ৫০ লাখ টাকার সরকারি খরচ ধরা হয় তাহলে ওই পরিবারের নির্বাচনী খরচ বাবদ ৫ কোটি টাকার ভারত সরকারকে খরচ করতে হবে? কেন তারা দেশকে কি দিয়েছে? কোন অধিকার তারা চাইবে? সরকার নির্বাচনী খরচা দেবে এই আইন চালু হলে এসইউসি–র মতো পার্টিও ৫ বার এমপি সিটে প্রার্থী দেবে। ভারতে কত হাজার পার্টি আছে তারা প্রত্যেকেই সব সিটে প্রার্থী দেবে। এরপর নির্দলরা যার ইচ্ছা হবে সে দাঁড়িয়ে পড়বে। মোট কত লক্ষ প্রার্থী হবে কল্পনা করা যায়। তাদের সকলের খরচ যোগাতে হলে ভারত সরকারের কত হাজার কোটি টাকা খরচ হবে ভাবুন একবার। ভারতবর্ষে সব রাজ্যের বিধানসভার ভোট আছে, কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কত এক লক্ষ প্রার্থী হবে। এই সব নির্বাচনে টাকার খেলা বেশি হয়। এক একটা ভোট দশ হাজার টাকাতেও কেনা হয়। এখানেও অবৈধ টাকার খেলা বন্ধ করতে হলে নির্বাচনী খরচ সরকারকে বহন করতে হয়? তার যে বিপুল পরিমাণ হবে তা বার্ষিক বাজেটকেও ছাড়িয়ে যাবে সরকারকে আর উন্নয়ন করতে হবে না। আবার শুধুমাত্র একবার খরচ করলেই শেষ হয়ে যাবে না। পাঁচ বছর ছাড়া ছাড়া এই আরব কোটি টাকা ভারত সরকারকে খরচ করতে হবে।

এমনিতেই চালু প্রক্রিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয় এখন সময় এসেছে সেই সরকারি খরচ কি করে কমিয়ে আনা যায় তার উপায় খুঁজে বের করার। সারা দেশে মিসড কলের মাধ্যমে ভোট নিলে খরচ কমে করের টাকার অপচয় বন্ধ হয়।

পার্টির টাকার প্রয়োজন শুধু কি নির্বাচনে হয়? একটা বিগ্রেডে মিটিং করতে কত খরচ হয়? সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? পার্টি চালাতে গেলে আরও যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয় সেই টাকার উৎস কি সাদা থাকে? নির্বাচনী খরচের জন্য পার্টিগুলো অসৎ উপায়ের উপার্জনের উপর নির্ভর করে এটা অংশত সত্য–সম্পূর্ণ নয়। এর প্রতিবিধানের পথে সরকারি অনুদান নয়।

দলগুলো যখন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে এমএলএ, এমপি কেনা বেচার খেলায় মাতে তখন শয়ে শয়ে কোটি টাকা কোথা থেকে আসে? অতীতে বিজেপির এমপিরা টাকার বস্তা নিয়ে (ঘুষের প্রমাণ স্বরূপ) লোকসভায় দেখিয়ে দিলেন। গত ৪ঠা জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের স্টিং অপারেশনে ধরা পড়েছে রাজ্যসভার সদস্য হবার জন্য এমএলএ–দের ২ থেকে ২৫ কোটি পর্যন্ত টাকার অফার দেওয়া হচ্ছে সব দলই এই খেলায় কমবেশি জড়িত। পার্টির এই টাকা কোথা থেকে আসছে এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। আমরা জানি কংগ্রেস পার্টি তহবিল থেকে ৯০০ কোটি পর্যন্ত টাকা ''ন্যাশনাল হেরল্ড'' কে বিনা সুদে ধার দিয়েছিল। কয়েক বছর আগে খবরে প্রকাশ যে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ১০০ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। চোর ধরার জন্য এফআইআর পর্যন্ত করে নি। ২০১১ সালে খবরে প্রকাশ পায় যে সিপিএম'এর দলীয় ফান্ডের ৯৯ কোটি টাকা দীর্ঘদিন নিরুপম সেন–এর নামে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের সেভিং অ্যাকাউন্টে পড়েছিল। সেটা ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে কত সুদ হতো? তার প্রয়োজনটুকু তারা অনুভব করেনি। এই যাদের অবস্থা সেই পার্টির প্রার্থীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে টাকা খরচ করা কতটা সমীচীন তা জনগণ ভেবে দেখবেন নিশ্চয়ই।

পরিশেষে বলি সরকারি টাকায় দেশ সেবক তৈরি হবে সেটা বড়ই দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র ও সুভাষ বোস দুজনে মিলে বৈঠকখানার বাজারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আধ ঘন্টা অপেক্ষা করেছিলেন কারণ ভদ্রলোক দশ টাকা চাঁদা দেবে বলেছিলেন। তিনি আর দেখা করেন নি। দেশ সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে আবার সেই সংগ্রহেরও নানা পন্থা আছে। কালো টাকা নেওয়াটাই একমাত্র পথ নয়।

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝেছেন যে ছবি আর বই বিক্রি করে একটা দল চালানো সত্যই সম্ভব নয়। তাই তিনি বিকল্প পথের কথা ভেবেছেন। কিন্তু তার বিকল্প ভাবনায় সত্যিই রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে কি? মাছের গন্ধে লালিত বেড়াল কোনও দিন নিরামিষ আহারে পোষ মানতে পারে না।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন

কল্যাণ সিংকে সামনে রেখে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি

কালিদাস চক্রবর্তী

ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় এখন একটাই খবর জম্পেশভাবে ছড়িয়ে নয়া নয়া বৃত্ত তৈরি করছে। বিশেষ করে ভারতের তাবড় রাজনীতিবিদ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ চর্চাকারী সকলের কাছেই সামনের দিনে সব থেকে হট আইটেম হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। বাংলাকে ঘিরে যেমন এক বিশাল প্রবাদ আজও আমাদের আলোড়িত করে তা হল, 'আজ বাংলা যা ভাবে, তা আগামীদিনে ভাববে গোটা দেশ'। একইভাবে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে কেউ যদি কোনও গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করেন তবে তার প্রথম বাক্যের সারাংশই প্রবাহিত হবে উত্তরপ্রদেশকে নিয়ে। দিল্লির গদি দখল করতে গেলে উত্তরপ্রদেশে ভালো করতেই হবে। শুধু ভালো করা নয়, রীতিমতো 'মার দিয়া কেল্লা' করতে হবে সেখানে। তাই উপরোক্ত প্রবাদকে একটু ঘুরিয়ে বলাই চলে, 'উত্তপ্রদেশের ফল যে দিকনির্দেশ করে, তাই ফলপ্রসূ হয় দিল্লিতেও'।

এই যেমন উত্তরবঙ্গ আর মুর্শিদাবাদ মিলিয়ে যতই ৭৬ টা আসন থাকুক না কেন, বঙ্গের চাবিকাঠি হাতে নিতে হলে সবার আগে দক্ষিণবঙ্গের ২১৮ আসনের অধিকাংশ ঘরে তুলতে হবে। এটা অনেকদিন ধরেই এই রাজ্যের ভোট সমীকরণের এক বড় দিক। অতীতে বামেদের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনকালেও দক্ষিণবঙ্গ ছিল সিপিএম এবং তার বন্ধুদের একচেটিয়া আধিপত্যের জায়গা। তৎকালীন বিরোধী কংগ্রেস যা দাঁত ফোটাতে পারত সবই ওই উত্তরবঙ্গ আর মুর্শিদাবাদ ভিত্তিক। তৃণমূল গঠিত হওয়ার পর তারা এই ধারার বাইরে যেতে শুরু করে। দক্ষিণবঙ্গকে পাখির চোখ করে ঘাসফুল ব্রিগেড। যার সুফল আজ কুড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাই তো এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও ২১৮ টা দক্ষিণবঙ্গীয় আসনের মধ্যে ১৬০–এর ও বেশি তৃণমূলের কবজায়।অর্থাৎ রসায়নটা কার্যত এক থেকে গিয়েছে।

বাংলা ছেড়ে ফের গো–বলয়ের এক বৃহত্তম চারণভূমি উত্তরপ্রদেশে ফেরত আসি। যদিও উত্তরপ্রদেশের ভাষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি ভৌগোলিক বৈচিত্র অনুসারে এই সুবিশাল রাজ্যটিকে চার পাঁচ অঞ্চলে ভাগ করা যায়। একদিকে দিল্লি লাগোয়া আগ্রা, গাজিয়াবাদ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যেমন বিত্তশালী কৃষক তথা জাঠেদের ব্যাপক রমরমা লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্যণীয় এই জায়গাটাই হল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরি চরণ সিংয়ের রাজনেতিক ভূমি। যেখানে পিতার নামে এখনও রাজনৈতিক ফসল তুলে আসছেন অজিত সিং। আবার এর ঠিক উল্টো দিকে যদি তাকান তবে চোখে পড়বে বিহার সীমান্ত বরাবর উত্তরপ্রদেশ। যার একটি কেন্দ্র সকলে এক ডাকে চেনে। তা হল দেশের আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিংয়ের ভূমি। যতই মাস ছয়েকের জন্য হোক, আর যতই 'টিকটিকি' অর্থাৎ গোয়েন্দা পিছনে লাগানোর ঠুনকো অজুহাতে সেই সরকার থেকে রাজীব গান্ধি সমর্থন তুলে নিক না কেন, যেভাবে কোনও মন্ত্রী না হয়ে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন চন্দ্রশেখর তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো বটেই।। এদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ থেকে উঠে আসা দেশের অপর এক প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের কথা বলতে গেলে চলে আসে স্থাপত্যে ভরা মান্ডার কথা। বিশ্বনাথ প্রতাপ বা সংক্ষেপে ভারতীয় রাজনীতির ভিপি সিংয়ের গড় তাই অন্য এক উত্তরপ্রদেশের কথা বহন করে। বিজেপির আমলে যে দুজন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সেই প্রাক্তন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বর্তমান নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদি কিন্তু উত্তরপ্রদেশ থেকেই সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। অটলজি যখন লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র হিসাবে বেছেছেন তখন মোদি সাহেবের পছন্দ হয়েছে হিন্দু ধর্মের ইতিহাস বহনকারী বেনারস বা বারানসী। কংগ্রেসের যে গান্ধি–নেহরু পরিবার দীর্ঘকাল দেশ চালিয়েছেন তাদের পারিবারিক ভিত্তির একটা বড় অংশ গড়ে উঠেছে এলাহাবাদকে কেন্দ্র করে। সে নেহরু পরিবারের সঙ্গে যতই কাশ্মীরের বুনিয়াদি সম্পর্ক থাকুক না কেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরের প্রয়াণের পরে পরেই যাকে দিল্লির তখতে দেখা গিয়েছিল সেই 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'– স্লোগানের হোতা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিচরণভূমিও তো উত্তরপ্রদেশের সর্বাধিক মিষ্ট ভাষার দাখিলদার এলাহাবাদ। আমাদের দেশকে যেমন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের জন্য সমাদর করা হয় তেমনই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার আসন সংখ্যা বর্তমানে ৪০৩। আর সেই রাজ্যের সাংসদ সংখ্যা ৮০। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিদের রাজ্য বলে কথা, চাট্টিখানি কথা তো নয়। গত ২০১৪–এর লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশের মতো মোদি হাওয়ার প্রবাহে একেবারে ভেসে গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ। ৮০ টি আসনের মধ্যে অধিকাংশ দখলে নিয়েছিল পদ্মফুল। ৩৩০–এর মতো সাংসদ

নিয়ে যে বিজেপি দিল্লির কুর্সিতে আসীন হয়েছিল তার চারা আনার হকদার ছিল উত্তরপ্রদেশ। তা এহেন উত্তরপ্রদেশে গত ২০১২ তে যে বিধানসভা নির্বাচন হয় তাতে একরকম উড়ে গিয়েছিলেন মায়াবতী এবং তাঁর দল বহুজন সমাজ পার্টি। উত্তরপ্রদেশে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয় মুলায়ম সিং যাদবের দল সমাজবাদী পার্টি বা সংক্ষেপে এসপি নামেই যাকে চেনে গোটা দেশ। মুলায়ম এই বিশাল জয়ের পর রাজ্যের সিংহাসনে বসান তার 'সুপুত্র' অখিলেশ সিং যাদবকে। অখিলেখরাজের চার বছর অতিক্রান্ত। বিরাট কিছু উন্নয়নযজ্ঞ এই চার বছরে উত্তরপ্রদেশে হয়েছে এমন কথা বোধহয় এসপি সমর্থকরাও বিশ্বাস করেন না। গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা তো একদম চরমে উঠেছে। আইনশৃঙ্খলা সে রাজ্যে কতটা ভেঙে পড়েছে তার নমুনা চোখে পড়বে যদি সাম্প্রতিক মথুরাকাণ্ডের দিকে তাকানো যায়। মুখ্যমন্ত্রী তথা তাঁর প্রশাসন যে কোনও খবরই পায়নি মথুরায় অস্ত্র সমাগমের তা পরবর্তী নানা মন্তব্য থেকে উঠে আসছে।

আবার একটা মহল মনে করছে যাদব ভোটে ব্যাঙ্কের রসায়নে তলে তলে এদের নাকি বাড়তে দিয়েছিল অখিলেশ সরকার। একটা জিনিস খুব পরিস্কার উত্তরপ্রদেশে সেখানে বোধহয় বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের মতো তথাকথিত কোন জোট গড়ে উঠছে না। সেক্ষেত্রে মায়াবতীর বিএসপি এবং মুলায়মের এসপি এই দুই অংশের মধ্যে বিভাজিত হওয়ার কথা দলিত ভোটের একাংশ এবং মুসলিম ভোটের। যদিও নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশ এবং বিদেশ জুড়ে যেভাবে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন একের পর এক সাহসী পদক্ষেপের জন্য সেক্ষেত্রে ইউপি'র দলিত ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির পকেটে চলে আসতে পারে। আর এক্ষেত্রে সম্ভবত বিজেপির তুরুপের তাস হতে চলেছেন দলিত নেতা বর্ষীয়ান কল্যাণ সিং। যাকে সামনে রেখে সরকার গড়ার ব্লু প্রিন্ট গড়ছে গৈরিক শিবির।

হকার উচ্ছেদ ঘিরে বোমা–ইটের বৃষ্টি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : এই হকার উচ্ছেদ শুরু হয়েছিল বামফ্রন্টের আমলে। গড়িয়াহাটের ফুটপাতে হকার উচ্ছেদ নিয়ে ব্যাপক গন্ডগোল বেঁধেছিল। সিপিএমের দোর্দন্ডপ্রতাপ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে। সেই উচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়েছিল, অপারেশন সানসাইন। সম্প্রতি মথুরায় আগুন জ্বলল অস্ত্র সমাগমকারী দখলদার হঠাতে। পুলিশের আধিকারিক সহ ২২ জন মারা গেলেন। কাকতালীয়ভাবে এরপরেই শুরু হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুরে ধুন্ধুমার। বহুদিন ধরে বারুইপুরে স্টেশনের উপর বে–আইনি জবর দখলকারী হকাররা বসছে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে। মোবাইল, চা–ঘুগনি–টোস্ট, চপ, কবিরাজী, ছাতার দোকান, ফল, বেল্ট, রোদ চশমা, জামাকাপড়, ম্যাগাজিন, কোল ড্রিংক, গ্রহের মূল। বহুদিন ধরে নিত্য যাত্রীদের বহু অভিযোগ জমা পড়েছে রেল দফতরে। পুর প্ল্যাটফর্ম জুড়ে হকারদের দোকানের জন্য তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে পারছে না সময়মতো। তাড়াতাড়ি ট্রেনে ওঠা নামা করতে পারছে না। এই ব্যাপারে শনিবার উচ্ছেদ করতে গেলে রেল পুলিশের সঙ্গে হকারদের বোমা বাজি ও ইট বৃষ্টির লড়াই শুরু হয়ে যায়। আক্রান্ত হলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার কমল ঘোষ। শনিবার সকাল থেকে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। এই উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে। পুলিশ সূত্রে খবর হকারদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল। আট–নয়টা বোমা ফাটিয়েছে তারা। যাত্রীদের গায়ে ইট লেগেছে। দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেন থেকে ড্রাইভারকে নামানোর চেষ্টা করা হয়। এই গন্ডগোলের খবর সাংবাদিকরা সংগ্রহ করতে গেলে তাদের হকারদের প্রহৃত হয় বেশ কিছু সাংবাদিক। তাদের কাছ থেকে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়, কারোর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দেওয়া হয়, কাউকে বেদম প্রহার করা হয়, আবার এক সাংবাদিককে ট্রেন লাইনে ফেলে দেওয়া হয়। সেদিন সাংবাদিকরা লুকিয়ে জামার তলায় ক্যামেরা নিয়ে কিছু ছবি তুলতে পেরেছে। শুধু তাই নয় রেলের আধিকারক সহ রেলের কর্মীরা রেহাই পায়নি হকারদের মারের হাত থেকে । এই হকার উচ্ছেদের খবর আগে থাকতে জেনেই চলে আসে তৃণমূল ইউনিয়নের হকারেরা। শিয়ালদহ, পার্ক সার্কাস, ক্যানিং ও বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা হকারেরা সকাল থেকে বারুইপুরে জড়ো হয়। এই গন্ডগোল হবে বলে সব দোকান বন্ধ ছিল স্টেশন চত্বরে। এদিন শুরু হয় সকাল ৮–৩০ নাগাদ। গন্ডগোল ভয়ানক রূপ নেয়। কারোর হাতে ছিল হাতুড়ি, লাঠি, লোহার রড,

এছাড়া বোমা পড়েছে ঘন ঘন। এই ঘটনায় রেল পুলিশ নীরব দর্শক ছিল। তবে পুলিশ পাল্টা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করায় কোন রকম বড় ঘটনা হয়নি। না হলে দ্বিতীয় মথুরা হয়ে যেতে পারত। তৃণমূলের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম দাস বলেন পুনর্বাসন না করে হকার উচ্ছেদ অভিযান না করতে রেলকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। শনিবার যে উচ্ছেদ অভিযান হবে তা রেল আগাম জানায়নি। তারা আমাদের কথা না শোনার জন্য এই ধরনের গন্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। রেল পুলিশের সুপার দেবাশিস বেজ বলেন আমরা এ বিষয়ে কিছু জানতাম না। তাই ওখানে আমরা যায়নি। পূর্ব রেলের মুখপাত্র রবি মহাপাত্র জানান বেআইনি জবর দখলকারীদের তুলে দিতে নোটিশ দিতে হবে কেন? তবু রেলের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছিল হকারদের উঠে যাওয়ার জন্য। সকাল থেকে বারুইপুর ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ফাটে বোমা। পাশেই আরপিএফের অফিসের সামনে জনা সত্তর জন হকারের জমায়েত হয়। সেই সময়ে রেল মাঠে প্রায় দুহাজার লোক জড়ো হয়। দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ পার্কসার্কাস এবং বিভিন্ন স্টেশন থেকে হকাররাও জড়ো হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা লোকজনদের নিয়ে চলে আসে। এর মধ্যে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয় বেলা ১২টার সময় উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে। ঠিক সেই সময় চলে আসে স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়ন্ত ভদ্র একদল হকার নিয়ে, আরপিএফ অফিসের সামনে হুমকি দিতে থাকে। তিনি বলেন আমাদের একজনও কর্মী যদি মারা যায় তাহলে পুলিশের ১০ জন মারা যাবে। এই ধুন্ধুমার গন্ডগোলের জেরে আহত হন আধিকারিক কমল ঘোষ সহ আরও চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয় বারুইপুর হাসপাতালে। প্রথমে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু কমল ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হয় জিআরপির গাড়ি করে শিয়ালদহে। সেখানে বি আর সিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গন্ডগোলের মধ্যে শিয়ালদহ আপ ট্রেনের গার্ডের কেবিনে উঠে পনে সিনিয়র ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার অরুনাভ ঘোষ শিয়ালদহ চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা বুঝে যায় রেল জবরদখল উচ্ছেদের অভিযানের থেকে পিছু হটেছে। তারপর শুরু হয় স্টেশনে উচ্ছ্বাস আনন্দ ও জয়ধ্বনি। সাড়ে তিনটে নাগাদ রেল ঘোষণা করে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখা হল। বারুইপুর স্টেশনে প্রায় ১৫০০ মতো হকারদের দোকান আছে। বারুইপুর জংশন দিয়ে নিত্য যাওয়া আসা করে ১৬২ জোড়া ট্রেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বহু স্টেশন হকারদের দখলে। রেল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্টেশনগুলোতে হকার মুক্তার করার জন্য।

ভাঙতে শুরু করেছে বাঁধ

প্রথম পাতার পর

বিদেশি শাসকের আমল থেকেই ভুগছে সুন্দরবন। তবু নিজেদের প্রয়োজনে কিছুটা হলেও ব্যবস্থা করেছিল তারা। এরপর স্বাধীনতা এসেছে ৭০ বছর হতে চলল। ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার এখনও এর স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারল না। সুযোগ এসেছিল আয়লায়। এসেছিল দেদার টাকা। কিন্তু সে সুযোগও হারাতে বসেছি আমরা। বাঁধের যেমন উন্নতি হয়নি তেমনি উন্নতি হয় নি সুন্দরবনবাসীর আর্থিক অবস্থারও। স্থায়ী জীবিকার সন্ধানে এখনও দিশাহারা এখানকার মানুষ। সঙ্গে নেই বাঁধ সম্পর্কে সচেতনতা। ফলে সেই 'কালিদাস'–এর মতো নিজেরাই ক্ষতি করছে নিজেদের সুরক্ষা বাঁধের। আমাদের স্থানীয় প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা বলছে বহু মানুষ বাঁধের ধারে ফেলা কংক্রিট, পাথরের বোল্ডার ও পাইলিং করা বাঁশ তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের পুকুর বাঁধাচ্ছে। মাছ চাষ করছে। এ বদঅভ্যাস দীর্ঘ দিনের। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও নজরদারি নেই। এমনকি সচেতনতা বাড়াবারও কোনও উদ্যোগ নেই। সুন্দরবনবাসী ধরেই নিয়েছে ত্রাণ তাদের ভবিতব্য। কবে আয়লা গিয়েছে। এখনও আয়লার ত্রাণ ভোগ করছে বহু মানুষ। আশ্রয়কেন্দ্রে না থাকলেও ত্রাণের খাদ্য সামগ্রী থেকে পোশাক নিতে এদের কোনও কুণ্ঠা নেই। সুন্দরবনবাসীর বক্তব্য 'সরকার আমাদের বাঁধ সারিয়ে দেয় না তাই মন ভোলানোর জন্য এসব দেয়। আমরা নিব না কেন?' ফলে বর্ষা আসে বর্ষা যায়। বাঁধ সারে না, চলে মুখ বন্ধ করার ত্রাণ বিলি। কিন্তু পাইয়ে দিয়ে কি আর মুখবন্ধ করা যায়? প্রশাসন তাই সবসময় সুন্দরবনবাসীর কাঠগড়ায়। এবার বর্ষায় কি হবে? জেলা প্রশাসন জানিয়েছে মোকাবিলা করার জন্য তারা নাকি তৈরি।

জনতার নজরদারি

প্রথম পাতার পর

মমতা নিজেও জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন 'আমি আপনাদের পাহারাদার'। তবে পাহারা দেওয়ার কাজটা যে মোটেই মসৃণ নয় সেটা বোধহয় হাড়ে হাড়ে মালুম করছেন দিদি। আর অবিশ্বাসের এই বাসরঘরের ছিদ্র দিয়ে হু হু করে ঢুকে পড়ছে কালনাগিনীর মতো দুর্নীতির বিষবাষ্প। ওয়ান ম্যান আর্মি মমতার দলে তাই সুখের প্রাবল্যেও অনিশ্চয়তার ছোঁয়া রয়েছে। এই দিকটা মেরামত করা যদি নিজের সেকেন্ড ইনিংসে প্রাধান্যের তালিকায় রাখেন মমতা তা হলে বোধহয় ভবিষ্যতের সুরক্ষা কবচটা তৈরি করে নিতে পারবেন। নিজের পাঁচ বছর আগে করা মন্তব্যের সফল রূপায়ণ করতে পারলে তৃণমূল প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবে। নিজেদের মধ্যে তো বটেই গোটা রাজ্য এবং জাতির কাছে। তাই এখন থেকেই দিদিমনিকে মনোযোগ দিতে হবে এই অধরা কাজকে সার্থক রূপ দেওয়ার। অঞ্চলে অঞ্চলে জনগণের কমিটিই দেখবে তার এলাকার সাংসদ–বিধায়ক থেকে বিভিন্ন স্তরের ভারপ্রাপ্ত নেতারা কাজ করছেন না ফাঁকি দিচ্ছেন। দলীয় নীতির মূলধারা অনুযায়ী চলতে অবাধ্য নেতাদের শাসন করারও অধিকার থাকবে এদের ওপর। নেতা মার্কা খবরদারি না করে তখন হয়তো আরও সংবেদনশীল বিবেক জাগ্রত হবে এই 'দুষ্ট গরু' দের মধ্যেও।

তীব্র বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নওয়াপাড়া (বীরভূম) : ২ জুন রাত দেড়টা নাগাদ লোকপুর থানার নওয়াপাড়া ডাঙ্গালপাড়া গ্রামে তীব্র বিস্ফোরণে উড়ে গেল নবনির্মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের টিনের চাল। ধুলিসাৎ গোটা বাড়ি। বাড়ির টুকরো ১০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিস্ফোরক মজুত ছিল দাবি গ্রামবাসীদের। ঘটনাস্থলে যায় সিআইডি, বম্ব স্কোয়াড ও দমকল বাহিনী। পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। জেলা পুলিশের রিপোর্টের পর ঘটনাস্থলে যেতে পারে এনআইএ। এদিন গ্রামবাসীরা এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছে।

এনআইএ ফরেন্সিক রিপোর্ট তলব করেছে বলে জানা গিয়েছে। আহত হয় খয়রাশোল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র শেখ জয়নাল। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে ডেমুটিয়া গ্রামে শেখ রমজানের গীতাঞ্জলি আবাসনের টিনের চাল উড়ে যায় বিস্ফোরণে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শিবপুর গ্রামে বিপদ বাউরির ঘরে বিস্ফেরক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ঘরের চাল চুরমার হয়ে যায়। মারা যায় শ্রীনাথ ও পূর্ণচন্দ্র বাউরি। ভাদুলিয়া সেচনালা বিস্ফোরণে মারা যায় গৌতম ঘোষ। ২১ জানুয়ারি ২০১৬ আহম্মদপুর গ্রামে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ তীব্র বিস্ফোরণে উড়ে যায় তৃণমূল নেতা শেখ জারির হোসেনের পাকা বাড়ি। মারা যায় শেষ হাফিজুল এবং শেখ তারিক। এনআইএ দাবিতে গ্রামে ঘুরে যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় সহ তিন সদস্য। ১ বছর আগে নির্মাণ হলেও কেন চালু হয় নি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র? সদুত্তর মেলে নি।

অনাস্থা ভোটে সাগরের রামকরচক পঞ্চায়েত হাতছাড়া সিপিএমের

মেহেবুব গাজি, সাগর : অনাস্থা ভোটে সাগরের রামকরচক গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল সিপিএমের। সাগর ব্লক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সিপিএমের প্রধান গৌরী মন্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডেকে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যগণ। এদিন ২২ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যাদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৭ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। সিপিএমের কোনও পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৭–০ তে অনাস্থাভোটে জয়ী হন বলে সাগর ব্লক সূত্রে জানা যায়। যার ফলে রামকরচক গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে আসে। ২০১৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে রামকরচকের ২২টি আসনের মধ্যে সিপিএম ১১টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস ১১টি আসন পেয়েছিল। ফলে লটারির মাধ্যমে সিপিএমের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন গৌরী মন্ডল এবং উপপ্রধান হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের দেবকুমার গায়েন। পরে সিপিএমের ৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বলে উপপ্রধান দেবকুমার গায়েন জানান। তাই ফেব্রুয়ারিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অনাস্থা ভোট ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বিধানসভার ভোট থাকার কারণে তা স্থগিত রাখা হয়েছিল বলে সাগর ব্লক সূত্রে জানা যায়। তাই গত ৩১ মে অনাস্থা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে বলে তৃণমূল নেতা দেবকুমার গায়েন জানান। এক্ষেত্রে প্রধানের আসনটি মহিলা থাকায় মালা সিনহা কিংবা পারুল রানী বর দুইজনের যেকোনও একজনকে দল প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করতে পারে বলে, দেবকুমার বাবু বলেন। তবে উপপ্রধানের পদে দেবকুমারবাবু নিজেই থাকছেন। আগামী সপ্তাহে প্রধান নির্বাচন হতে পারে বলে ব্লক সূত্রে জানা যায়। বিষয়টি নিয়ে সাগর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মিলন পড়ুয়া জানান, এই রকম অনেকে দল পরিবর্তন করছে নিজের স্বার্থের কথা ভেবে, তবে দলের মধ্যে এর কোনও ভাবমূর্তি নষ্ট হবে না বলে, মিলনবাবু বলেন। তাছাড়া বিধানসভার নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করছে। ৭টি সিপিএমের পার্টি অফিস তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছে বলে তাঁর অভিযোগ। এর মধ্যে ৫টি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেও মিলনবাবু বলেন।

এ বিষয়ে প্রশাসন কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলেও তিনি জানান। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে মিলনবাবুর সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পঞ্চায়েত, ব্লক এমনকি সার্বিক ভাবে রাজ্যের উন্নয়ন দেখেই সব স্তরের মানুষ এই সরকারের উপর আস্থা রাখছেন। বিরোধীরা সরকারের বিপক্ষে কুৎসা রটাতে এই সব প্রচার করছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়।

তৃণমূলের বিজয় মিছিলে মানুষের ঢল

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে মানুষের ঢল নামে। এদিনের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ঢল নামে। এদিনের বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ী বিধায়ক সওকাত মোল্লা, গোসাবা কেন্দ্রের জয়ী বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, বাসন্তী কেন্দ্রে জয়ী বিধায়ক গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর, জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর, তৃণমূলের ব্লক ও জেলা নেতৃত্ব জলধর সাঁপুই, শক্তি মন্ডল প্রমুখ। এদিন বিজয় মিছিল বাসন্তীর চড়াবিদ্যা থেকে ক্যানিং–২ ব্লকের দাহারানিতে শেষ হয়। ১০ কিমি পথে সাধারণ মানুষ জন অংশগ্রহণ করে বিজয় মিছিলে। প্রায় ২০ হাজার মানুষের ঢল নামে। রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষজন পুষ্পবৃষ্টিতে সম্বর্ধনা জানায় তিন বিধায়ককে। এদিন দাহারানিতে বিজয় মিছিল শেষ বারে একটি পথ সভা হয়। এই সভায় ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের নব নির্বাচিত তৃণমূলের বিধায়ক সওকাত মোল্লা বলেন এই জয় মা–মাটি–মানুষের জয়। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। তিনি সুন্দরবন জেলা ঘোষণা করেছেন এবং কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী অক্টোবর–নভেম্বর মাস থেকে নব সুন্দরবন জেলা কাজ চালু হয়ে যাবে। ফলে সুন্দরবনবাসীর আর্থিক–সামাজিক মানের উন্নয়ন ঘটবে। আমঝাড়া থেকে হেদিয়া শ্মশানঘাট, খেয়াঘাট হয়ে ঘুঘুখালি, মৌখালি কাছারি ঘাট হয়ে ঝড়োর মোড় পর্যন্ত পিচের রাস্তা হবে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ ও পানীয় বহু জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের আরও বেশি করে উন্নয়ন মূলক কাজ করতে হবে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের জলধর সাঁপুই, শক্তি মন্ডল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর প্রমুখ। শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয় বিজয় মিছিল।

ছাত্রী ধর্ষণে উত্তপ্ত

রামভদ্রপুর

অভীক মিত্র : ৩ জুন রাত আড়াইটা নাগাদ ঠাকুমার পাশে শুয়ে থাকা অবস্থায় ছাত্রীটিকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বাজোয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তারাপীঠ থানার রামভদ্রপুর গ্রাম। রাত আড়াইটা নাগাদ দূরের মাঠের কুঁড়ে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ কুকুর আনার দাবিতে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ৯ ঘন্টা অবরোধের পর বহরমপুর থেকে পুলিশ কুকুর আনায় মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। ফোন বন্ধ থাকায় প্রতিক্রিয়া মেলে নি অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের। অপরদিকে সাঁইথিয়ার দুই নং ওয়ার্ডের ময়ূরাক্ষী নদী থেকে উদ্ধার যুবকের পচাগলা মৃতদেহ। কুলচাঁদপুর গ্রামে ১৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর গ্রামের তিল জমি থেকে উদ্ধার হল সেরিনা বিবির পচাগলা মৃতদেহ। ভুতমালি গ্রামে বাজ পড়ে ভস্মীভূত দুটি পোলট্রি ফার্ম। ৩১ মে হেতমপুরে দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক দুই। ৩০ মে আম কুড়ানোর সময় বাজ পড়ে মৃত আনন্দময়ী কৈবর্ত্য (১৪)। ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎহীন মহম্মদবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা। গোমায় বাজ পড়ে মৃত শান্তিরাম ঘোষ। জখম পুত্র সুকান্ত চিকিৎসাধীন। ১ জুন ঝড়ে দুবরাজপুরে ক্ষতিগ্রস্ত ১৬৭ বাড়ি। বিশ্বভারতীর ছাত্রী ধর্ষণে বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত মহম্মদ সফিকুল আলম–কে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। ছেলের চাকরি ফেরানোর দাবিতে অনশনে সাংসদ অনুপম হাজরার বাবা দেবনাথ হাজরা। উলকুন্ডা গ্রামে নাবালিকার বিয়ে রুখলো প্রশাসন। মাঝরাতে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠে রামভদ্রপুর গ্রাম। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার গ্রামবাসীরা।

রক্ত ঝরল যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বনহুগলির ২২২ নম্বর রুটের বাসের সঙ্গে আজ শনিবার ১২সি/১ রুটের অপর একটি বাসের সঙ্গে রেষারেষি করতে গিয়ে অকারণে রক্ত ঝরল ২২২ রুটের বাসেরই কিছু যাত্রীর। ফলে বাসের যাত্রীরা উত্তপ্ত হয়ে বাসের কন্ডাক্টরকে চড়থাপ্পড় মারতেও ছাড়লেন না। ঘটনাটি ঘটে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে বেহালা ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপরে 'ক্যালকাটা হসপিটলের' কাছে। এই ঘটনায় বাসের এক মহিলা যাত্রী বাসের সহযোগিতা মারতে বারণ করে বলেন টিকিট পরীক্ষককে মেরে কি হবে? ধাক্কা তো মেরেছে বাস চালক? তবে মহিলা যাত্রীর বারণকে থোরাই কেয়ার করে ২২২ নম্বর বাসের অপর যাত্রীরা প্রতিবাদ করে বলেন বাসের টিকিট পরীক্ষকের অনুমতি ছাড়া বাস চালক কখনই বাস জোরে চালায় না। তাই কেবল মাত্র বাস চালকই নয় বাসের কনডাক্টররাও সমান দায়ী। বাসের ধাক্কায় বাসের ভিতরের সমস্ত যাত্রীরা ছিটকে পরেন বাসের ভিতরেই। ফলে এই ছিটকে পরার জন্যে বাসের চেয়ারের, সিটের হাতলে ধাক্কা লেগে এক মহিলা যাত্রির নাক কেটে ফিনকি দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে থাকে, অপর এক মহিলা যাত্রীর দাঁতে আঘাত লাগে, এক বৃদ্ধ যাত্রীর কপাল ফেটে যায় এবং এক মহিলা যাত্রীর চোখের চশমাটিও ছিটকে পড়ে অন্য জায়গায় এই ধাক্কা খাওয়ার কারণে। নাক ফেটে যাওয়ায় মহিলা দীর্ঘ সময় নাকে রুমাল দিয়ে চেপে বসে ছিলেন দেখা যায় সেই দৃশ্যও। পরে অবশ্য সেই মহিলাকে নিয়ে বেহালা চৌরাস্তায় নেমে যান তার বাড়ির লোক চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে।

হুগলি বেহালা রুটের বাস তার শেষ স্টপেজ এ এসে দাঁড়ালে কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল বাস চালকের সহকর্মীটিকে। একসময় সেই বিধ্বস্ত কর্মীটি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যা গত তিরিশ বছরেও বাসে ডিউটি হয় নি, তা আজ পাবলিকের কাছে থাপ্পর খেয়ে হতে হল অপমানিত! যা কোন দিনই ভোলার নয়!

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে...

জয়িতা কুন্ডু: প্রতি বছরের মতো এ বছরও নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হল। ১৯৭৩ সালের ৫ জুন প্রথমবার সারা জাতিসংঘের পরিবেশ ভাবনায় জারিত হয়ে বিশ্ব জুড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছরই একটি করে নতুন স্লোগানের ভিত্তিতে কাজ করা হয়। 'ফাইট এগেনস্ট দি ইললিগাল ট্রেড ইন

ওয়াইল্ডলাইফ' হল এই বছরের স্লোগান। বাংলা ১৩৩৮ সন, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টকারী একদল মানুষের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে রবি ঠাকুর তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতায় লিখলেন ''যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।'' কবির এই উক্তির বহু বছর কেটে গিয়েছে। প্রকৃতি আমাদের ক্ষমা করেনি। যার ফলস্বরূপ এই বিশ্ব উষ্ণায়ন, অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত ভূ–কম্পন প্রভৃতি ভোগ করছি আমরা।

অন্যদিকে একদল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কবি সুকান্তের 'ছাড়পত্র'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ''চলে যেতে হবে আমাদের/চলে যাব— তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'' নতুন প্রজন্মের কাছে নির্মল পৃথিবী গড়ে তুলতে ৫ জুন যে অঙ্গীকার বদ্ধ হন তাই পালন করেন সারা বছর ধরে। গত ৫ জুন ২০১৬ বাড়বেড়িয়া ব্রতচারী ধাম জনসাধারণকে পরিবেশের বিষয়ে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো নিয়ে পঞ্চাশটি গ্রাম ঘুরে প্রচার চালায়। সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের নব–নির্বাচিত বিধায়ক পুলক রায়। অন্যদিকে হাওড়ার বাঙালপুরের বসুবৈধ উৎসপ্রাণ পরিবেশ দিবস নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল বাঙালপুর মহিলা সমিতির সভাগৃহে। উপস্থিত ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ দুলাল পাত্র। সাম্প্রতিক পরিবেশ সমস্যার ওপরেই আলোকপাত করেন দুলালবাবু। বসুবৈধ উৎসপ্রাণ নামক এক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় ওই অনুষ্ঠানে। উপস্থিত ছিলেন শ্যামলকান্তি দাস, ডঃ সুব্রত জানা, অরূপকান্তি, গোপাল ঘোষ, কৃষ্ণা বসু প্রমুখ। ওই অনুষ্ঠানে মাস্টার মশাই পরিমল ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং কবি–সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৫০ জনেরও বেশি কবি–সাহিত্যিক। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হতাশার কথা এটাই সব অনুষ্ঠানই আটকে রইল অনুষ্ঠানেই। সাধারণের মধ্যে তার প্রভাব কতটা পড়ল সেখানেই এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন রইে গেল।

বরানগরে...

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষ করে সারা রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এদিন বরানগরের পরিবেশ সংগঠন গ্রিন নাগরিকের উদ্যোগে বিশ্বপরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় এই দিনটিকে পালনে উদ্যোগী হয়েছেন সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা। সকাল আটটায় বরানগরের ছুটির বৈঠকে আয়োজন করা হয়েছে পরিবেশ দিবস। এবং সকাল দশটায় বালি নিশ্চিন্দা থানার রাজচন্দ্রপুরেও ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান। এরপরেই সাউথ সিঁথির মালিবাগানে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দিনটি বিশেষ মর্যাদা দিয়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া কামারহাটির আদর্শনগরেও সন্ধ্যা সাতটার সময় বিশ্বপরিবেশ দিবস অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ সংগঠন গ্রিন নাগরিকের পক্ষ থেকে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে সুন্দর সজীব করে রাখার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু দাবি রাখা হয়েছে বলে জানান পরিবেশ সংগঠনের উদ্যোক্তারা। যেমন ৪০ মাইক্রনের কম পলিপ্যাকেট নিষিদ্ধ করা। জলাজমি বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ বন্ধ করা, অকাতরে জলাশয় ভরাট বন্ধ করা, বহুতলগুলিতে পানীয় জল বন্টনের ক্ষেত্রে সীমারেখা বেঁধে দেওয়া, বরানগরের ঘোড়ার আস্তাবলকে পরিমার্জিত করে সেখানে পাখিরালয় তৈরি করা, সিঁথির ময়দানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা। এছাড়া কামারহাটি এবং নিশ্চিন্দা থানার রাজচন্দ্রপুরের ঝিলগুলিকে খনন করে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি সহ গঙ্গায় পলিব্যাগে নোংরা ফেলা বন্ধ করে গঙ্গাদূষণ রোধ করা, নর্দমাগুলিকে পরিষ্কার রাখা, আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা ইত্যাদি। যেভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বহু মূল্যবান গাছ গাছালি, বিরল প্রজাতির মাছ, পাখি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলার দুই পরিবেশবিদ, পরিবেশবিজ্ঞানী সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং তন্ময় রুদ্র।

হাওড়ায়...

সুদীপ কুমার দাস : 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান', 'বায়ুদূষণ মুক্ত করুন', 'জল অপচয় করবেন না'। পরিবেশ সচেতনতার বার্তাগুলি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ইত ৬ জুন হাওড়া ময়দান থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত দু'দিনের সাইকেল র‍্যালি আয়োজিত হয়। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে মাথায় রেখে চারজন যুবক প্রায় ১২৮ কিলোমিটার পথ পরিবেশ বান্ধব যান সাইকেলকে বেছে নিয়েছিল পরিবেশ সচেতনতার মাধ্যমে দূষণ মুক্ত করার অভিযানে। সাঁকরাইলের আড়গোড়ী তরফদার পাড়ার মণিরুল ইসলাম মল্লিক, লিলুয়া বীরাডিঙ্গী নেতাজিগড়ের সুকান্ত মাজী ও পার্থ বারুই নস্করপাড়ার ও তারাশঙ্কর পন্ডিত বলেন, উদ্যোক্তাদের কেউ চিত্রসাংবাদিক বা কেউ স্ব–রোজগারে। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়া মণিরুল জানা পরিবেশের ওপর সচেতনতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগামী দিনে সাইকেলের দলকে নিয়ে বাঁকুড়া যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা' এবার বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামে

চাকুরির বিস্তারিত খবর, বীরভূম জেলার খুঁটিনাটি জানতে পড়ুন আলিপুর বার্তা। দাম মাত্র ৩ টাকা। এখন পাওয়া যাচ্ছে চিনপাই হাটতলা বিশাল জেরক্স সেন্টারে। দেরি না করে আজই সংগ্রহ করুন আপনার প্রিয় পত্রিকা আলিপুর বার্তা।

হ্যাং ওভার

বঙ্গে বিজেপির প্রভাব বাড়ছে

সব্যসাচী সান্যাল

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে ফলও প্রকাশিত হয়েছে অনেকদিন হল। এমনকি বিধানসভা ও সরকার সবই গঠিত হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীরা দপ্তরের কাজও বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি নির্বাচনের হ্যাংওভার এখনও কাটে নি। রাজনৈতিক দলগুলি বসেছে বিশ্লেষণে। কোথায় হার, কেন হার! প্রশাসনে নির্বাচন পরবর্তী রদবদল। পাড়ায় পাড়ায় ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। চায়ের দোকান, রেস্তরাঁ, অফিস, কাছারিতে নির্বাচনের নানা গুঞ্জন এখনও গুন গুন করছে। সরকারি অফিসে নির্বাচনের পরেই মুখ্যমন্ত্রী দিদির ভাতা নিয়ে কাটা ছেঁড়া যেমন চলছেই। তেমনি হ্যাংওভার কাটে নি সাংবাদিকদেরও। তাঁদের নজর এখন ভোটের গন্ধ মাখা ঘটনার দিকে। কি ঘটেছিল ভোটের দিন, কিভাবে কাটল ভোট গননা পর্যন্ত মাঝে কটা দিন, ফল বেরোতেই কেমন ছিল বাংলার রূপ। এখনও পাড়ায় পাড়ায় কে কি বলছে সবেতেই শ্যেন দৃষ্টি তাঁদের। এমনই সব নজরদারি লেখা উঠে আসবে এই কলমে। চলবে হ্যাংওভার না কাটা পর্যন্ত।

সব্যসাচী সান্যাল

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বারংবার সংবাদ মাধ্যমকে বলেছিলেন যে এবার বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি নির্ণায়ক শক্তি হতে চলেছে। বহু মানুষই এই ধ্রুব সত্যিটা বিশ্বাস করতে চায়নি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দেখা গেল তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। আসলে নির্বাচনের প্রচারের সময় এক শ্রেণির সংবাদপত্রে জোটের আসন পাওয়ার সম্ভাবনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রতিদিন দেখানো হতো। পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত, ধর্মান্ধতা নানা ধরণের বিভেদ প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরও প্রতিদিন খবর কাগজ পড়ার অভ্যাস আছে এবং রাজনীতির বিষয়ে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন। মিডিয়ায় বিজেপি–র খারাপ ফলাফলের পূর্বাভাসের কারণ হল বিগত ৩৪ বৎসর ধরে বামপন্থী দলগুলি সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে দীর্ঘদিন বিজেপিকে রাজ্যবাসীর কাছে অচ্ছুৎ করে রাখা। রাজ্যের মানুষ সংবাদপত্র ও দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলের আলোচনায় প্রভাবিত না হয়ে চুপচাপ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবার। আশা করা যায় ভোটের ফলাফলের পর সব রাজনৈতিক দল মানুষের এই বিচক্ষণতাকে সম্মান জানাবে এবং রাজ্যকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বিধানসভার কার্যপ্রণালীর মধ্যে তাদের দায়িত্ব ও সচেতনতার প্রমাণ রাখবে। অন্ততপক্ষে ২৮টি সিটে জোটের ও তৃণমূলের জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ বা পাঁচ হাজারের নিচের ব্যবধানে যেখানে বিজেপি ফ্যাক্টর অনেকটা কাজ করেছে। বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের কারণে বামপন্থী ও কংগ্রেস জোট এবং তৃণমূল দলের অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীকে এবার ধরাশায়ী হতে হয়েছে। সমস্যাসঙ্কুল এবং দেনায় জর্জরিত অনুন্নত রাজ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট সব সময় ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে যায়, এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। ফলে শাসকদলের অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে।অতীতের নানাবিধ রাজনৈতিক অত্যাচারের জন্য একশ্রেণির মানুষের কাছে সিপিএম এর এখনও যে গ্রহণযোগ্যতা আসেনি তা ব্যালট বক্সে প্রতিফলিত হয়েছে। তৃণমূল দলের এবারের ভোটে ২১১টি আসন পেয়ে ব্যাপক সাফল্য লাভ করার পিছনে আছে বিরোধী ভোট জোট ও বিজেপি–র মধ্যে ভাগাভাগি হওয়া । এর সঙ্গে অবশ্যই রাস্তাঘাটের উন্নতি, গরিব মানুষদের দুটাকা কেজি চাল, কন্যাশ্রী প্রকল্প, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল প্রভৃতি অনুদানগুলি এবারের বিধানসভা ভোটে বেশ কাজে লেগেছে। বামপন্থীদের শরিক দলগুলি প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে তৃণমূল দলে নাম লেখানোর হিড়িক পড়েছে। পাশাপাশি বিজেপি ২৯৪ কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ আসনে প্রার্থী দিয়ে ১০.২ % ভোট পেয়ে তাদের শক্তি এই রাজ্যে অনেকটা বাড়িয়ে ফেলেছে। গত পুরসভার মতো এবার আর বিজেপি থেকে সেই রকম ভাবে যাওয়ার প্রবণতা নেই বরং তাদের নানা রকম কর্মসূচিতে ব্যাপক জনসমাবেশ হচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতা থাকার সুবাদে এবং সাম্প্রতিক কয়েকটা রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে সাফল্যের ফলে আগামী দিনে বিজেপি দেশের উন্নতি সাধনে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে প্রকাশ পাবে, এমনটা অনুমান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি তিনটি আসন লাভ করেছে যা এর আগে কখনো ঘটেনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট সাড়ে চার শতাংশ থাকলেও এবার নতুন সভাপতি দিলীপ ঘোষের যোগ্য নেতৃত্বে অল্প সময়ের মধ্যে তা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন প্রায় ১১ শতাংশ হয়েছে যা এই রাজ্যের নিরিখে খুব আশাব্যাঞ্জক এবং প্রাপ্ত ভোটে কংগ্রেসের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই পদ্মফুল বাহিনী। কংগ্রেস বামপন্থী দলগুলির সাথে জোট করে যেখানে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় বেশিরভাগ ভোট পেয়েছে সেখানে বিজেপি রাজ্যের অধিকাংশ বিধানসভায় প্রার্থী দিয়ে তাদের জনসমর্থন বাড়িয়ে ফেলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাফল্যের পাশাপাশি সমস্যাও রয়েছে প্রচুর। যার মধ্যে রয়েছে লবিবাজি ও জাতীয় বাধ্যবাধকতা। তবে রাজনীতিতে কঙ্কে পাওয়ার জন্য জনসমর্থন সবচেয়ে জরুরি। নতুন রাজ্য বিজেপি সভাপতি জনসমর্থন বাড়াতে যে সফল তা নির্বাচনের ফলই বলে দিচ্ছে।

জেলা	বিধানসভা	দলের জয়	তৃণমূল ভোট	জোটের ভোট	বিজেপি	জেতার মার্জিন
উত্তর দিনাজপুর	করণদিঘি	তৃণমূল	৫৪৫৯৯	৫১৩৬৭	২৮৯৭৮	৩২৭২
দক্ষিণ দিনাজপুর	কুশমান্ডি	আরএসপি	৬৫৪৩৬	৬৮৯৬৫	২০১৮৩	৩৫২৯
দক্ষিণ দিনাজপুর	কুমারগঞ্জ	তৃণমূল	৬৪৫০১	৬১০০৫	২২২০১	৩৪৯৬
দক্ষিণ দিনাজপুর	বালুরঘাট	বাম	৫৯১৪০	৬০৫৯০	১৫২৫৮	১৪৫০
দক্ষিণ দিনাজপুর	তপন	তৃণমূল	৭২৫১১	৬৮১১০	২০৫১০	৪৪০১
দক্ষিণ দিনাজপুর	হরিরামপুর	তৃণমূল	৬৬৯৪৩	৭১৪৪৭	১৯৮৪৫	৪৫০৪
মালদহ	হবিবপুর	বাম	৬৪০৯৫	৬১৫৮৩	৪১৬০৬	২৫১২
বাঁকুড়া	ছাতনা	বাম	৭১২৩১	৭৩৬৪৮	১৩২৮৭	২৪১৭
বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	কংগ্রেস	৮২৪৫৭	৮৩৪৮৬	২০৫৭১	১০২৯
বাঁকুড়া	বড়জোড়া	সিপিএম	৮৬২৫৭	৮৬৮৭৩	১৫৯৯১	৬১৬
বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	কংগ্রেস	৭৫৭৫০	৭৬৬৪১	১১২৫৪	৮৯১
পুরুলিয়া	পুরুলিয়া	কংগ্রেস	৭৬৪৫৪	৮১৩৬৫	১২৭৫৭	৪৯১১
বর্ধমান	খন্ডঘোষ	তৃণমূল	৯০১৫১	৮৬৯৪৯	১৩৯৭৩	৩২০২
বর্ধমান	রায়না	তৃণমূল	৯৪৩২৩	৯৩৮৭৫	১৪৫৮৯	৪৪৮
বর্ধমান	জামালপুর	বাম	৮৪০৬৮	৮৫৪৯১	১৫০৯৪	১৪২৩
বর্ধমান	মন্তেশ্বর	তৃণমূল	৮৪১৩৪	৮৩৪২৮	১৫৪৫২	৭০৬
বর্ধমান	কাটোয়া	তৃণমূল	৯১৪৮৯	৯০৫৭৮	১৪৯৩৯	৯১১
বর্ধমান	পূর্বস্থলী (উত্তর)	বাম	৮১৭২১	৮৪৫৮৯	২২৪১০	২৮২৮
বীরভূম	মুরারই	তৃণমূল	৯৪৬৬১	৯৪৩৮১	৫৩৪৫	২৮০
২৪পর উ:	নোয়াপাড়া	কংগ্রেস	৭৮৪৫৩	৭৯৫৪৮	২৩৫৭৯	১০৯৫
২৪ পর উ:	পানিহাটী	তৃণমূল	৭৩৫৪৫	৭০৫১৫	১৪৯০৫	৩০৩০
২৪ পর উঃ	কামারহাটি	বাম	৫৭৯৯৬	৬২১৯৪	১০৭৯৭	৪১৯৮
২৪ পর উঃ	বসিরহাট উত্তর	বাম	৯৭৩৩৬	৯৭৮২৭	১৩০৭২	৪৯১
২৪ পর দঃ	রায়দিঘী	তৃণমূল	১০১১৬১	৯৯৯৩২	৭৭০৩	১২২৯
হুগলি	পান্ডুয়া	বাম	৯০০৯৭	৯১৪৮৯	১৭০৮১	১৩৯২
মেদিনীপুর (পূর্ব)	তমলুক	বাম	৯৪৯১২	৯৫৪৩২	১৪১৪৪	৫২০
মেদিনীপুর (পূর্ব)	পাশকুঁড়া (পূর্ব)	বাম	৮০৫৬৭	৮৫৩৩৪	১০০৪১	৪৭৬৭
মেদিনীপুর (পূর্ব)	পাশকুঁড়া (পশ্চিম)	তৃণমূল	৯২৪২৭	৮৯২৮২	১৯৪০৩	৩১৪৫

ভিলেন যখন হিরো

পার্থসারথি গুহ

সাধারণত সিনেমায় যারা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন সেই হিরোদের হাতে ঘায়েল হতে দেখা যায় ভিলেন বা খলনায়কদের। সাদা বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। কখনও কখনও আবার সেই ভিলেনরাই এতটা সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন যে তাদের অভিনয়ের জোরে পুরো ছবিটাই আলাদা মাত্রা পায়। ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে গিয়েছে গতকাল শুক্রবার (১০.৬.২০১৬) মুক্তি পাওয়া নতুন বাংলা ছবি 'শুভরাত্রি'র ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে খলনায়ক কালাম ভাইয়ের ভূমিকায় মহম্মদ রবিউল ইসলাম তার বলিষ্ঠ অভিনয়ের দ্বারা গোটা ছবিটায় আলাদা রং এনে দিয়েছেন। অবশ্য ছবিটির প্রযোজক তথা নায়ক শুভ'র চরিত্রে অভিনয় করা স্বপন প্রধানও কোনও অংশে কম যাননি। বিশেষ করে পুলিশের হাতে তাড়া খাওয়া ভিলেনকে বাঁচিয়ে নায়কোচিত দক্ষতা দেখিয়েছেন স্বপনবাবু। এর পালটা হিসাবে প্রতিদান দিতেও কসুর করেননি কালাম ভাই ওরফে রবিউল। বিশেষ করে বার–এ বিধ্বস্ত নায়ককে মদে ডুবে থাকতে দেখে কালাম ভাইয়ের মনে যে বেদনা জেগে ওঠে তা চমৎকার অভিনয়ে বাস্তব করে তুলেছেন মহম্মদ রবিউল। নায়কের এক কথায় তাঁর প্রেমিকার স্বামীকে মেরে ফেলতেও হাতে কাঁপেনি কালাম ভাইয়ের। এমনকী নায়ক শুভ যে মেয়ের জন্য আকুল হয়ে কালামকে অনুরোধ করেছিল রাস্তা সাফ করার সেই পথের কাঁটা দূর করার পর ভুলবশত নায়িকাকেও মেরে ফেলেন শুভরাত্রির ভিলেন রবিউল। এতেই কার্যত ছবির ট্র্যাজিক দিক উন্মোচিত হয়। নেশার ঘোর কাটার পর নায়ক যখন সব বুঝে নায়িকার বাড়ি ছুটে যান তখন কালামের খেল খতম। নায়কের কোলে মৃতা নায়িকাকে দেখে ঘাবড়ে যান কালাম। অবশ্য সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় খলনায়ককে নায়কের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে। বুঝতেই পারছেন ছবিটায় প্রেমের ব্যর্থতার দিকটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে খলনায়কের ভূমিকায় থেকেও নিজের জাত চিনিয়েছেন একদা ভ্রাতৃ সংঘ, রাখী সংঘ প্রভৃতি ক্লাবের হয়ে দাপিয়ে ফুটবল খেলা মহম্মদ রবিউল ইসলাম। বস্তুত ফুটবলের রাফ অ্যান্ড টাফ মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে তার ভিলেনগিরির অ্যাকশনে। এটা কিন্তু রবিউলের প্রথম সিনেমা নয়। চিরদিনই তুমি যে আমার, জীবনের রং প্রভৃতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিতে দেখা গিয়েছে তাকে। মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের শঙ্কর মুদিয়ালা, খেলতে খেলতে (লকেট চট্টোপাধ্যায় অভিনীত) প্রভৃতি সিনেমা। কমল রায় পরিচালিত শুভরাত্রি ছবিতে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে পল্লবী চট্টোপাধ্যায় ও অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে।

শিল্পীর ক্যানভাসে শহরের জীবনগাথা

সুমনা সাহা দাস

উন্নয়নের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আজও বেহালা অল্পবর্ষণে জলমগ্ন হয়। মশা আর দূষণের শহরতলি বেহালার প্রাত্যহিক জীবনে যতই দীর্ঘশ্বাস থাক না কেন, এই বেহালাই ঐতিহ্যের পীঠস্থান হয়ে ওঠে গর্বিত এভারেস্ট জয়ীকে নিয়ে এবং অবশ্যই চির অহংকারের ক্রিকেট বিস্ময় 'দাদা'–কে নিয়ে। সেই বেহালাই শিল্পের জন্ম দেয়, ইঁট–কাঠ–পাথরের মাঝে শিল্পীর রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। তেমনি এক শিল্পী পূর্বা দাস, বলা ভাল খুঁদে শিল্পী তবে তার রঙ–তুলি আর হাতের জাদুতে তার তৈরি শিল্প নমুনায় যথেষ্ট পরিণতির ছাপ স্পষ্ট। ১৪ বছরের পূর্বা বড়িশা পূর্বপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী, ইতিমধ্যেই সে অ্যাক্রেলিকের কাজ করে সাড়া ফেলেছে সমগ্র ভারতে। এই বিস্ময় বালিকা কলকাতার পাশাপাশি রাজধানী দিল্লি সহ সর্বত্রই প্রদর্শনীর আহ্বান পান এবং দর্শকের স্বীকৃতি পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেধা শংসাপত্র প্রাপ্ত পূর্বা জানায়, ''আমরা শহরের মাঝেই লালিত ও পালিত। এই কংক্রিটের দুনিয়াতেই আমাদের সব আবেগ–অনুভূতি, হাসি–কান্না জড়িত, তাই আমি আমার ক্যানভাসে 'ইঁট'–কে মূল বিষয় ভাবনায় রেখে তার মধ্যে জীবনের 'সুর খোঁজার চেষ্টা করেছি।''

আর্থিক মনস্তত্ত্ব, ধনী হওয়ার উপায় সন্ধান

অরুণ অধিকারী

পর্ব–১

অনার্স পাশ করার পর Current Topics পত্রিকাকে সিকিম নিয়ে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর ছাপা হয়। এই রকম একটা ইংরেজি পত্রিকার নিজের নাম ছাপা হওয়া ব্যাপারটা আমাকে বেশ উচ্ছ্বসিত করেছিলেন। গর্বের সঙ্গে সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছিলাম। সেই সময় আমার ছোট কাকা শ্রী হারাধন অধিকারী বললেন 'মনা' (আমার ডাক নাম) মানুষ কেন গরিব হয়? এই নিয়ে একটু আধটু লেখ তো কেমন পারিস। সেই সময় চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, সাথে পড়াশুনা, লেখালেখি চলছে। গরিব থেকে ধনী হওয়ার উপায় সম্পর্কে ভাবনা শুরু হল। শুরু হলো পড়াশুনা এবং সেই সঙ্গে গরিব থেকে ধনী হওয়ার উপায় সম্পর্কে ভাবনা শুরু হল। শুরু হল পড়াশুনা এবং সেই সঙ্গে গরিব থেকে ধনী হওয়া লোকেদের সংস্পর্শে আসা। মনের একটা অংশ খুঁজতে থাকল, কেন বেশির ভাগ লোক গরিব হয়। ধনীর সংখ্যা সমাজে এত কম কেন? সাফল্যের ফর্মুলা কি?

মধ্যপ্রদেশ (বর্তমান ছত্তিশগড় রায়পুর), ওড়িশার দেখেছি (তখন আমি স্কুলে পড়ি) আমাদের ছিন্নমূল বাঙালি সমাজ কিভাবে লড়াই করে অন্য মা মাটি মানুষকে আপন করে নিয়ে টিঁকে আছে। শুধু টিকে থাকছে না, কেউ কেউ এই নিঃস্ব অবস্থাতেও ছোটখাটো ব্যবসা বা অন্যান্য কাজকর্ম করে চরম আর্থিক উন্নতি করছে। ছোটবেলার ওই সব ঘটনা আজও আমাকে নাড়া দেয়।

যাইহোক ঘাটতে ঘাটতে, খুঁজতে খুঁজতে এক লাইন পেলাম, 'নির্লজ্জ কুঁড়ে ও নির্বোধ লোকেরা গরিব হয়।' কথাটার মধ্যে নিষ্ঠুর সত্যতা আছে। যদিও আজ বুঝেছি, কথাটার পুরোপুরি সত্যি নয়। এর সঙ্গে অন্যান্য আরও ফ্যাক্টর কাজ করে। অনেকের মতে এটা একটা বিতর্কিত কথা। এক

সময় আমার সমবয়সী বন্ধু গোষ্ঠ কাকা বলতেন, দেখিস আমি একদিন বড়লোক হয়ে দেখাবো। ধনী হওয়া কোনও ব্যাপার নাকি? একটু ধৈর্য্য ধরে লড়তে হয়া, মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রাখতে হয়। লোকের কাছ থেকে যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা পাওয়া যায় তাহলে বড়লোক হওয়ার সুযোগ হাতে ধরা যায়।

জানি না, গোষ্ঠ কাকা শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুরের বাণী পড়েছিলেন কিনা। তবে তাঁর বাণী এই প্রসঙ্গে খুবই কার্যকর ''মানুষ আপন, টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর''। অর্থাৎ টাকা বশে রাখতে হলে, ভালবাসা দ্বারা মানুষকে বশে রাখতে শিখতে হবে।

শ্রী শ্রী ঠাকুরের আর একটি বাণী শিয়ালদা স্টেশনে হৃদয় কেড়েছিল, সেটি হল মোটামুটি এরকম মানবিক সকল গুণগুলি অনেক অনেক বেশি করে উন্নত করলে, দারিদ্রতা পালানোর পথ খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ দারিদ্রতা তাড়ানোর জন্য মানবিকগুনগুলির চরম উন্নতি ঘটাতে হবে।

এক বিখ্যাত লোকের বাণী পেয়েছি, ''যার কম আছে, তিনি গরিব নন। যার আরও বেশি চাই সেই গরিব। ভাবসম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় এই গরিবরাই ধনী হন। দারিদ্রতা মানুষকে, অমানুষ করে তোলো। তাই একে তাড়ানো দরকার। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়— একথা প্রায় সবাই বলে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার স্বভাব খারাপ হলে, কিন্তু অভাব কোনও দিন ঘুচবে না। স্বভাব ভাল থাকলে, অভাব কেটে যাবেই।

আমরা সবাই ধনী হতে চাই কিন্তু ধনী হওয়ার চেষ্টা করি না। অর্থাৎ ধনী হতে কে না চান, কিন্তু খুব অল্প লোক আছেন যারা সঠিক দিশা নিয়ে ধনী হওয়ার সাধনা করেন। হ্যাঁ, সাধনা। ধনী হওয়ার সাধনা।

গরিব কাকে বলে? এ নিয়ে দার্শনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অনেক সংজ্ঞা আছে। আমাদের আলোচনা ধরে নেব যারা তাদের বর্তমান আর্থিক স্বাচ্ছল্য বা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তারাই গরিব।

অর্থাৎ ধনী হওয়ার তাগিদ, উপভোগ্য স্বপ্ন শৃঙ্খলা প্রভৃতি সহ আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। প্রচেষ্টা যেন আরামদায়ক হয়।

প্রকৃতপক্ষে, নিজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে, যাঁরা সন্তুষ্ট নন— এঁরা কিন্তু সমাজের পুঁজি গঠনের উপাদান। প্রায় সকলেই নিজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সন্তুষ্ট নন। যার যত আছে তার তত চাই। তবে সামাজিক স্বীকৃতি উপায়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ উন্নততর করতে হয়।

তার জন্য সমাজ স্বীকৃত পথে আয় করতে হবে। বুদ্ধি করে খরচ করতে হবে এবং কিছুটা সঞ্চয়ের অভ্যাস রেখে সেই সঞ্চয়কে বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে স্বয়ংক্রিয় একটি আয়ের পথ তৈরি হয়।

আয় কাকে বলে?

ব্যয় কাকে বলে?

আয় বলতে বোঝায় উপকার বিক্রয় করা। অর্থাৎ দ্রব্য বা সেবার উপকার বিক্রয় করে আমরা যা উপর্জন করি তাই আয়। ব্যয় মানে উপকার ক্রয় করা। আমরা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য বা সেবার উপকার ক্রয় করি। দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করি না।

এবার যারা বর্তমান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তাদের বেশি আয় করার তাগিদ থাকবে। বেশি আয় মানে বেশি উপকার বিক্রয়। বেশি উপকার বিক্রি মানে? নিজেকে আরও বেশি উপকার করার ক্ষমতাকে আয়ত্ব করতে হবে। নিজেকে উৎপাদনশীলতার গুণে সমৃদ্ধ করতে

মনের বার্তা

হবে। অর্থাৎ দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

দক্ষতা কি জিনিস? দক্ষতা হল একটা গুণ। যার দ্বারা কম সময়ে করা খরচে, ভাল কাজ বেশি পরিমাণে করা যায়। এই দক্ষতাই সাফল্যের ম্যাজিক পাওয়ার তবে নিজেকে বিক্রি করা শিখতে হবে। অর্থাৎ দক্ষতাকে বিক্রি করার কৌশল আয়ত্ব করতে হবে। বুদ্ধি, স্মৃতি, ব্যক্তিত্ব সঠিক মাত্রায় কার্যকর হলে তবেই দক্ষতা অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে।

আয় দু–প্রকারের হয়– (ক) অর্জিত আয় (earned income) (খ) অনার্জিত আয় (unearned income)

(ক) অর্জিত আয় : যে আয় সরাসরি ঘাম ঝড়িয়ে, মাথা খাটিয়ে, দীর্ঘক্ষণ নিজেকে আবদ্ধ রেখে অর্জন করতে হয়। সেই আয় অর্জিত আয়। চাকরি করে, ব্যবসা করে যে আয় হয়।

(খ) অনার্জিত আয় : যে আয় করতে নিজেকে বেশি আবদ্ধ রাখতে হয় না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে আয় সৃষ্টি হয় (Self Generating Income) অর্থাৎ বিনিয়োগ করে যে আয়ের স্রোত তৈরি হয়। তাই অনার্জিত আয়।

অনার্জিত আয়ের স্রোত যার যত বেশি সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, তারা তত বেশি আর্থিক স্বাচ্ছন্দতার আনন্দে অবস্থান করেন। ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত থেকে সুদ বাবদ আয়, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ (Dividend) বাবদ আয় ইত্যাদি হল Self Generating Income (স্বয়ংক্রিয় আয়)।

এগুলির জন্য চাই একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা। আয়—সঞ্চয়—বিনিয়োগ—আয়।

আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করতে হবে। সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবেই। সঞ্চয়টুকু বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করতে পারলেই স্বয়ংক্রিয় আয়ের স্রোত তৈরি করা যাবে। এর ফলে বাড়বে আয়, বাড়বে সঞ্চয়, বাড়বে বিনিয়োগ, বাড়বে আয়। এইভাবে চক্রকারে স্বয়ংক্রিয় আয়ের স্রোত সৃষ্টি হবে। এই স্রোতের ভর ও বেগ মেনে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি (Growth) সৃষ্টি হবে। এটি সঠিক ভাবে ধৈর্য ধরে করতে পারলে কোথায় কত টাকা, সম্পত্তি থাকবে এক সময় হিসাব রাখতে লোক রাখতে হবে। এটাই ধনী হওয়ার আসল অভ্যাস। এই অভ্যাস রপ্ত করতে হবেই।

(বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

মাঙ্গলিকী

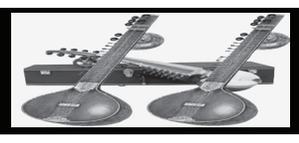

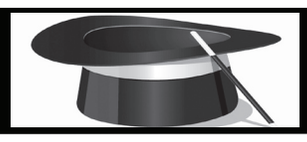

অধ্যাপক ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৯৯ খিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিক, অধ্যাপক ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রয়াণের পর ২০০০ খিস্টাব্দে তাঁর গুণমুগ্ধরা ''ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মৃতিরক্ষা সমিতি'' গঠন করে প্রতিবছর এপ্রিল মাসে কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায় স্মরণসভার ব্যবস্থা করে আসছে গত পনের বছর ধরে। ১৭ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে ''ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মৃতিরক্ষা সমিতি'' এবং শব্দের ঝংকার, জনসমুদ্র, মন–ক্যামেরা, ইদানীর, বাঙালির মন প্রভৃতি পত্রিকা গোষ্ঠী উদ্যোগে আয়োজিত ''ডঃ সমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্মরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে'' উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার (৭৮) জন সম্পাদক, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী, সভাপতিত্ব করেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন সম্পাদিত ''জনসমুদ্র'' পত্রিকার সভাপতি ঋষিণ মিত্র।

মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে আগত, দু'বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী, 'চিকন' পত্রিকার সম্পাদক মেঘনাথ দাস, 'খাস সমাচার' সম্পাদক গোসাই চন্দ্র দাস, শিক্ষাবিদ সোমনাথ পাল, মেদিনীপুরের প্রখ্যাতা সাহিত্যিক সুমিত্রা সোম। অনুষ্ঠানে প্রয়াতা অরুণা বর্ধন, গৌরী বসু, রেণুকা মুখোপাধ্যায়, বিমল মুখোপাধ্যায়কেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধনকে শ্রদ্ধা জানান জয়ন্ত রসিক সম্পাদিত ''ইদানীং সাংস্কৃতিক সংসদ'' এবং ডাঃ রূপালী বিশ্বাস সম্পাদিত ''মন ক্যামেরা সাংস্কৃতিক সংসদের'' সঙ্গীত বিভাগের শিল্পীরা। স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন পুরুলিয়ার পদার্পণ পত্রিকার সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা মাজি, সালকিয়ার ''শব্দের ঝংকার'' সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়, ''নবউদ্দীপন'' সম্পাদক নিত্যানন্দ দাস, হুগলির ''সময়ের শব্দ'' সম্পাদক অর্ঘ্য রায়, ''শব্দকিরণ'' সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী, সাহিত্যিক প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, যাদবপুরের ''আলোর দিশা'' সম্পাদিকা অদিতি রায়, ডাঃ গায়ত্রী রায়, প্রখ্যাত ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়, কলকাতার 'তারণ্য' সম্পাদক সুকুমার মন্ডল, জাদুকর–সাহিত্যিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সঙ্গীত, আবৃত্তি, কবিতা পাঠের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, দেবযানী সমাদ্দার, ডঃ সমীর কুমার বেতাল, বাসুদেব চক্রবর্তী, সৌরীণ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ভড়, বাসুদেব দাস, শ্যামল বিশ্বাস, প্রত্যাশা ব্যানার্জী, অতীশ ঘোষ, প্রিয়জিৎ ভৌমিক, জালাল উদ্দীন মন্ডল, আরতি দে, অদৃশ্যনাথ, দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বটব্যাল, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝুনু ভৌমিক, নুপূর দাস, জ্যোৎস্না সরকার, সীমা সাধুখা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিল্পমনন ''শব্দকিরণ'' ও ''আলোর দিশা'' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আমেরিকার ''Atlanta Bengalees Club'' পক্ষ থেকে মেঘনাথ দাস এবং গোঁসাই চন্দ্র দাসের হাতে Certificate of Appreciation তুলে দেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। এছাড়া জনসমুদ্র সাংস্কৃতিক সংসদের পক্ষ থেকে লিটল ম্যাগাজিন রত্ন সম্মান জানানো হয় বিভিন্ন জেলার কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে। জাদুর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালী কর্মকার ও প্রিয়ম গুহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, ডাঃ রূপালী বিশ্বাস এবং ঝুনু ভৌমিক। অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল পাঁচটায় এবং শেষ হয় ঠিক রাত্রি ৯টায়। ''ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মৃতি পদক'' দেওয়া হল সাহিত্যিক সাংবাদিক শিক্ষাবিদ ডঃ দীপক কুমার বড়পন্ডা মহাশয়কে।

বৈষ্ণব ঘাটায় অনন্য রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে কুন্ডু পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাকতলা অঞ্চলস্থিত বৈষ্ণবঘাটা বাই লেনে এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুঠেত হল কবিপক্ষেই। গত ১৫ মে। অনুষ্ঠানটি শ্রী গোপাল কুন্ডুর সুরম্য চারতলা ভবনের একতলায় সুসজ্জিত হলঘরসম চত্বরে। অনুষ্ঠানটিতে কুন্ডু পরিবারের ছোট–বড় বহুজন অংশগ্রহণ করলেন। আবার সেই সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলেন পল্লির বেশ কিছু পরিবার। ফলে অনুষ্ঠানটি পারিবারিক গন্ডী ছাড়িয়ে হয়ে উঠলো 'পল্লির অনুষ্ঠান' অভিনন্দন শ্রী গোপাল কুন্ডু শ্রীমতী রুণা কুন্ডু, শ্রী মনোরঞ্জন কুন্ডু ও এই সাতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বরিষ্ঠ কবি, বাচিক শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী শ্রী মনোরঞ্জন কুন্ডু প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের কথা উল্লেখ করলেন কবির 'বংশ তালিকা' হিসাবে। কবির বিভিন্ন লেখার অংশ বিশেষ পড়ে। উদ্ধৃত করে, নিজস্ব প্রতিবেদন জুড়ে যারা সন্ধ্যার অনুষ্ঠানকে বেঁধে রাখলেন উন্নত মানে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতা সকলের মন ছুঁল। পরে 'এই আকাশে' সহ আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেও সকলের মন ছুঁলেন।

অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে ছিল ক্ষুদে জাদুকর ব্রতর সংক্ষিপ্ততম জাদু প্রদর্শন– 'জাদুর ভিতর দিয়েই' সে বিশ্বকবিকে প্রণাম জানাল। সকলকে আনন্দও দিল। এরপর আনুষ্ঠানকভাবে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করল দুই বালিকা রিয়া কুন্ডু ও অলকানন্দা কুন্ডু, সাথে তবলা সঙ্গতে বালক অনুব্রত কুন্ডু (ওরফে ক্ষুদে জাদুকর ব্রত!)। দুই বালিকা শোনালো 'হে নূতন দেখা দিক' ও 'প্রাণ ভরিয়ে' পরে দুই বালিকা আরও রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনায়। সুস্মিতা মান্না শোনালেন 'ওই মহামানব আসে' সহ আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত। বালিকা কৌশিকী চ্যাটার্জীর রবীন্দ্র নৃত্য 'এসো শ্যামল সুন্দর' ছিল অনবদ্য। বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী গোপা চ্যাটার্জীর পরিবেশন 'এই লভিনু সঙ্গ তব' ও আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল হৃদয়স্পর্শী। রিনা পাল, প্রবাল ব্যানার্জীর বিবিধ রবীন্দ্র সঙ্গীতও ছিল যথাযথ। অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে ডেকে নেওয়া হল শিশু কৌস্তভ চ্যাটার্জীকে। 'বনে থাকে বাঘ' ১ লাইন আবৃত্তি করে সে চুপ! তারপর খোলাখুলি ভাবে বলল 'ভুলে গেছি'। সকলের ভালবাসা মাখা উল্লাসে কৌস্তভ সমৃদ্ধ হল— পরে সে যথাযথভাবে কবিতাটি আবৃত্তি করে পেলো সকলের আশীবাদি করতালি। এদিন আরও ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান অঞ্জন সেনগুপ্তর মাউথ অর্গানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন সত্যিই মাউথ অর্গানে 'সুরের আগুন ছড়িয়ে গেল' সভাঘরে। আরও ছিল শ্রুতিনাটক, 'অমল ও দইওয়ালা'—অনবদ্য পরিবেশন করল পৌলমি ও অনুব্রত (ওরফে ক্ষুদে জাদুকর, তবলা শিল্পী!)। অনুসূয়ার রবীন্দ্রসঙ্গীতও সকলের মন ছুঁল। কথায় বলে 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে'— এ প্রবচনটি যে কত সত্য, তা এদিন প্রমাণ রাখলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক, গৃহকর্তা শ্রীগোপাল কুন্ডু। সারাদিন তিনি অতি ব্যস্ত থাকেন এক বিরাট কর্ম জগতে। আবার 'দিনের শেষে' ঘরে ফিরে ('কুলায় ফিরে'!) রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চাও করেন— এদিন তাঁর সকল রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার প্রমাণ রাখলেন দুটি অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'এই করেছ ভালো' ও 'দাঁড়িয়ে আছো' পরিবেশনের মাধ্যমে। তবলায় সহযোগিতায় অনুব্রত কুন্ডু (পিতা গোপাল কুন্ডুর পুত্র/ওরফে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের আশীর্বাদ ধন্য ক্ষুদে জাদুকর ব্রত/ওরফে শ্রুতি নাটক শিল্পী...)। বরিষ্ঠ জাদু প্রশিক্ষক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের কিছু কাহিনী। শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাজিসিয়ান' কবিতার ৪ লাইন।

এদিন সমগ্র অনুষ্ঠশনের পরিকল্পনায় ছিলেন শ্রী গোপাল কুন্ডু সহধর্মিনী (সহমর্মিনীয়ও), সংস্কৃতি সমৃদ্ধা শ্রীমতী রুনা কুন্ডু। অনুষ্ঠান চলাকালীন তিনি বিশেষ সহযোগিতা করে গেলেন সঞ্চালককে। একই সাথে আমন্ত্রিত সকলকে আন্তরিক অভ্যর্থনাও জানালেন (ফুড প্যাকেট সহ)। অনুষ্ঠানের সব শেষে পরিবেশিত হল কোরাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। সঞ্চালক শ্রী মনোরঞ্জন কুন্ডুর ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণের মাধ্যমেই আসরের সমাপ্তি টানা হল— পারিবারিক 'রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন' এই ভাবেই ঘরের 'আঙিনা' ছাড়িয়ে পল্লির 'আঙিনায়' পৌঁছে গেল...

সংযোজন : শ্রুতি নাটকটির প্রশিক্ষণে ছিলেন বরিষ্ঠ বাচিক শিল্পী শ্রী চন্দ্রনাথ গুহ। তিনি মঞ্চে নাটকটি পরিচালনাও করেন। আবহ সঙ্গীত ছিল যথাযথ, শ্রীগুহকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

শ্রী জৈন সত্যাম্বর তেরাপন্থী বিদ্যালয়ের ১০০ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শ্রী জৈন সত্যাম্বর তেরাপন্থী বিদ্যালয়ের ১০০ বছর পূর্ণ হল। কলকাতার ডালহৌসি অঞ্চলের এই বিদ্যালয়ে জৈন ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পায়। ১২ ক্লাস পর্যন্ত পঠন–পাঠন চালু আছে এই বিদ্যালয়ে। বর্তমানে এক হাজার ছাত্র ছাত্রী। সম্প্রতি শততম বর্ষে এই বিদ্যালয় সায়েন্সসিটি অডিটোরিয়ামে আয়োজন করেছিল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি। ছিলেন বিদ্যালয়ের সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্র সুরানা, প্রেসিডেন্ট বিখম চন্দ্র পুগালিয়া এবং অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ মহিলা মন্ডলের প্রেসিডেন্ট কল্পনা বেদ, মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেন ঐতিহ্য ও পরম্পরার সাথে এই বিদ্যালয় তার শততম বর্ষের সম্পান অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। আমি এই উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দিত হলাম। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্রছাত্রীরা সববেত ভাবে পরিবেশন করে ''ভক্তি'' নামে বিশেষ সঙ্গীত ও নৃত্যের যুগলবন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এককথায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মুক্তির প্রতীক্ষায় 'ভাঙা দেশলাই'

ইন্দ্রজিৎ আইচ

সম্প্রতি মুক্তি পেতে চলেছে পাবলো পরিচালিত ছবি ''ভাঙা দেশলাই''। সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে রু মিউজিক থেকে প্রকাশিত হল ভাঙা দেশলাই এর পোস্টার লঞ্চ ও মিউজিকের অ্যালবাম, সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক পাবলো জানালেন জুলাই–এ এই ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এক নারীর একাকীত্ব জীবন নিয়ে এই ছবি। ভাঙা গড়ার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ''ভাঙা দেশলাই''।

এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অভিনেতা জগন্নাথ শেঠ, অমিত দাস, রিয়া সহ সব নতুন অভিনেতা–অভিনেত্রী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সৌম্যদীপ হালদার। সম্পাদনা সিধু। চিত্রগ্রহণ অভিষেক। গান গেয়েছে দূর্ণীবার ও অহনা। এই ছবির সিডি ও পোস্টার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ, গায়ক গৌরব চট্টোপাধ্যায়, সারেগামাপার চ্যাম্পিয়ন দূর্ণীবার, ডকোমেন্ট্রির পরিচালক অরুনাভ গাঙ্গলী ও রু মিউজিকের তমোজ্যোতি মুখার্জী।

অনুষ্ঠিত হল খাঁটুরা চিত্তপট নাট্যমেলা ২০১৬

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল খাঁটুরা চিত্তপটের নাট্যোৎসব ২০১৬। প্রথমদিন গোবরডাঙার চিত্তপট নাট্যগৃহে এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত। সেদিন শম্ভু মিত্রর নাট্যভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন শেখর সমাদ্দার, প্রদীপ রায়চৌধুরী, আশিস চট্টোপাধ্যায়, অভীক ভট্টাচার্য, আশিস গিরি। সঞ্চালনায় ছিলেন শুভাশিস রায়চৌধুরী।

দ্বিতীয় কলকাতার শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় খাঁটুরা চিত্তপট প্রযোজনায় 'সত্যান্বেষী'। নির্দেশনা শুভাশিস রায়চৌধুরী। মঞ্চস্ত হয় শিল্পায়ন প্রয়োজনায় নাটক 'খোয়াব'।

তৃতীয় দিন চিত্তপট নাট্যগৃহে সমস্ত হয় খাঁটুরা চিত্তপটের নাটক 'যমালয় জমজমাট'। নির্দেশনা শুভাশিস রায়চৌধুরী। এরপর পরিবেশিত হয় শ্রীনগর হাবরা নাট্যমিলন গোষ্ঠীর প্রযোজনা 'সভ্যতা তুমি কোথায়'। নির্দেশনা দিলীপ ঘোষ। শেষদিন ছিল নাট্যকর্মশালা। সেদিন বহু নাট্যবক্তিত্ব এই কর্মশালায় যোগদান করেন। সব মিলিয়ে সারস্বরে অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙা খাঁটুরা চিত্তপটের নাট্যোৎসব ২০১৬।

গ্যালারি থেকে ফিরে

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল: সম্প্রতি আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের পশ্চিম গ্যালারিতে ১৩ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৬ একটি একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। সমস্ত ছবি ছিল পুরাণ কল্পমূলক বিষয় নিয়ে আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গের। দীপঙ্করের ছবি ছিল রেখাপ্রধান দ্বিমাতৃক। শক্তিরূপী নানা দেবদেবীর ছবি এঁকেছেন ছন্দিত রেখায়। দীপঙ্করের ছবির মধ্যে একটা নিজস্বতা আনার প্রচেষ্টা আছে। তবে তার ছবি দেখলে রঙের ব্যবহারের দিক থেকে নীরদ মজুমদারের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু হুবহু নীরদ মজুমদারের মতো নয়। কিছু কিছু জমিতে রঙ ছেড়ে গিয়েছে পুরোটা ভরাট করেনি। লাল, হলুদ, বাদামি রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আবার কোনও কোনও ছবিতে নীল ও সবুজ রঙের ব্যবহার করেছেন শিল্পী। সাংস্কৃতিক শ্লোক ব্যবহার করেছেন ছবির ভিতর। আবার পটভূমিতে তন্ত্রের সিম্বল ব্যবহার করেছেন নিপূণ ভাবে। কয়েকটি ছবির মধ্যে পট শিল্পের আদল লক্ষ্য করা যায়। তবে রঙের বিন্যাসে ভরাট না করে পটভূমিতে সাদা সাদা রঙ ছেড়ে একটা অদ্ভুত টেকচার সৃষ্টি করেছেন তিনি। লাইনটা আরও বলিষ্ঠ হলে ছন্দময় মায়ারূপ সৃষ্টি করত।

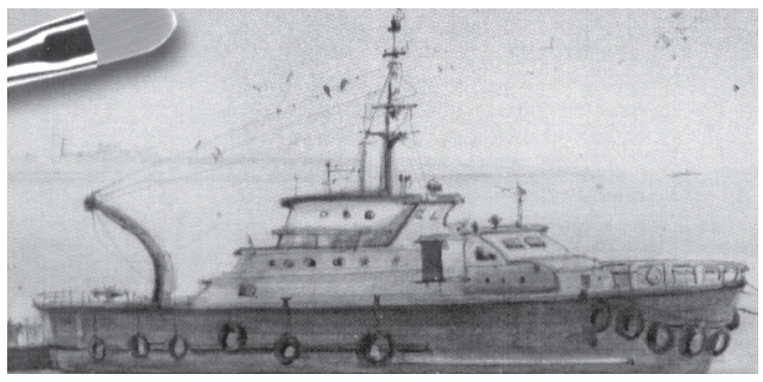

পার্কস্ট্রিটস্থিত 'কেমোল্ড আর্ট গ্যালারি'তে প্রদর্শিত 'কলাকৃতি ২০১৬'তে অপূর্ব মজুমদার অঙ্কিত উপরিস্থিত ভাসমান জাহাজ।

কুকুর দিয়ে হরিণ শিকার ছিল জীবিকা ও নেশা

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

কুকুর দিয়ে হরিণ শিকার। আজগুবি মনে হচ্ছে। প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু না। আজগুবি নয়। সত্যি। নির্ভেজাল সত্যি। এই অদ্ভুত অভিযানের যাঁরা হোতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'চারজন এখনও জীবিত। সেই জীবিতদের একজন হলেন প্রফুল্ল মন্ডল। এখন বয়স ৮২ বছর। বাবার নাম দীননাথ মন্ডল। এই অভিযানের বিবরণ জানানোর আগে, অভিযানকারীর সম্পর্কে দু'চার কথা বলি। প্রফুল্ল মন্ডল কুড়ি বছর বয়সে বাপ–ঠাকুরদার সঙ্গে বাংলাদেশের খুলনা জেলার মন্দিরনগর গ্রাম থেকে ভারতে এসেছিলেন। উঠেছিলেন সুন্দরবনের কুমিরমারী দ্বীপে। জঙ্গল কেটে সেখানে বসবাস শুরু করলেন। তিরিশ বিঘে চাষের জমি ছিল। ছয় ভাই তিন বোন। বিয়ে করলেন হিঙ্গলগঞ্জ থানায়। সমসেরনগরে। পরে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি পেয়ে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সমসেরনগরে এসে বসবাস শুরু করলেন। প্রফুল্লবাবুর তিন ছেলে তিন মেয়ে। তাঁর বড়ো ছেলে উচ্চ শিক্ষিত। ড: উৎপল মন্ডল, সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই পরিচয়ের সূত্রে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর বাবার মুখ থেকে শোনা কাহিনি আপনাদের শোনাচ্ছি। যিনি এই অভিযানে বরাবর অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁরা এই শিকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা প্রধানত সমসেরনগরের বাসিন্দা। সমসেরনগরের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের এধরনের অভিযান চালানো সম্ভব হয়েছিল। সমসেরনগর কুড়েখালি জঙ্গলের নিকটবর্তী গ্রাম। বিশেষকরে ৩নং ও ৪নং সমসেরনগরের বাসিন্দারা কুড়েখালি নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করেন। বংশ পরম্পরায় তাঁরা জল–জঙ্গল নির্ভর জীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। একই পেশায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে বিপুল অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। নদীর জল ভাটায় কমে গেলে কোনও কোনও সময় গ্রামের মানুষ নৌকো ছাড়া হেঁটে নদী পার হয়ে মাছ–কাঁকড়া কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যেতেন। সে সময় কখনও কখনও পাড়ার কুকুরও তাদের পিছু নিত। জঙ্গলজীবীরা একদিন লক্ষ করলেন কুকুরটার মুখে–গায়ে–পায়ে রক্ত লেগে। তাঁরা কাছাকাছি একটু খোঁজাখুজি করে একটা হরিণকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে দেখলেন। এবার রহস্যটা পরিষ্কার হল। বোঝা গেল এটা কুকুরের কাজ। কুকুরই হরিণটাকে জখম করেছে। সেদিন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হরিণটাকে বাড়িতে এনে কেটেকুটে নিজেদের মধ্যে মাংস ভাগাভাগি করে নিলেন। কুকুরকে দিয়ে যে হরিণ শিকার করা যেতে পারে সেটা জানা গেল। এবং এটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় নেমে পড়লেন। এ ব্যাপারে যাঁরা মুখ্য ভুমিকা নিলেন তাঁরা হলেন ৪নং সমসেরনগরের বাউলিয়া পরিবার। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্রনাথ বাউলিয়া, সুবল বাউলিয়া এবং বাউলিয়া পরিবার থেকে আরও অনেকে। ৩নং সমসেরনগরের কয়েকজনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, অশ্বিনী মন্ডল, প্রফুল্ল মন্ডল, বাবুরাম (জঙ্গল) বৈদ্য, মেঘনাথ মন্ডল, হরিপদ গায়েন, চারু গায়েন ও অন্যান্য।

এঁরা নিয়মিত কুকুর নিয়ে হরিণ শিকারে যেতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দেশি কুকুর পুষে নিজেরাই তাদের ট্রেনিং দিতে লাগলেন। কুকুরদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগ নিলেন বাউলিয়ারা। তাঁরা কুকুরদের ক্রমাগত হরিণের মাংস খাইয়ে খাইয়ে, সেই মাংসের প্রতি আসক্ত করে তুললেন। হরিণের খোঁচ (মাটির ওপর হরিণের পায়ের ছাপ) থেকে মাটি এনে, হরিণ যে–গাছের পাতা খায় সেই পাতা এনে, কুকুরদের শোঁকাতেন। কুকুরকে ছোটবেলা থেকে এসব প্রশিক্ষণ দিতেন। শিকারি কুকুরদের ছোট অবস্থায় কান এবং লেজ কেটে দেওয়া হত। সম্ভবত কুকুরের শ্রবণ শক্তি বাড়বে এবং লেজ জঙ্গলের লতাপাতায় বাধা পাবে না, এরকম ধারণা থেকে এটা করা হত। প্রথম প্রথম দু'টো একটা করে হরিণ শিকার হত। তারপর চারটে, ছটা, আটটা। কখনও কখনও কুড়ি–বাইশটা পর্যন্ত হরিণ শিকার করা গেছে।

কুকুরকে দিয়ে ঠিক কেমনভাবে হরিণ–শিকার হত? সে কাহিনিও খুব চমকপ্রদ। কুকুর হরিণের দলকে দেখতে পেলে প্রথমে শিশু হরিণকে টার্গেট করে। তারপর মেয়ে হরিণ, সবশেষে পুরুষ হরিণ। কুকুর শিশু হরিণকে প্রথমে আক্রমণ করে কারণ শিশু হরিণকে ঘায়েল করা সহজ। শিশু হরিণের শক্তি কম। দ্বিতীয় পছন্দ মেয়ে হরিণ। কারণ তাদের শিং নেই। কুকুর সবশেষে পুরুষ হরিণের সঙ্গে লড়াই করে। সে তাগ বুঝে দৌড়ে গিয়ে প্রথমে হরিণের পাছায় কামড় দেয়। তারপরেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হরিণের গলার নলিতে কামড় দিতে থাকে। হরিণ তখনই বেকায়দায় পড়ে যায়। সেই সুযোগে কুকুর তাকে কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। কুকুর হরিণের শিংকে ভয় পায়। দু'টো কুকুর থাকলে একসাথে শিংওলা হরিণের সঙ্গে লড়াই করে। দু'জনে দুদিক দিয়ে আক্রমণ করে তাকে জখম করে। শিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা খোঁজাখুঁজি করে মৃতপ্রায় অথবা মৃত হরিণকে তুলে নৌকোয় আনেন। অনেক সময় কুকুরই মানুষকে পথ দেখিয়ে তার শিকারের কাছে নিয়ে যায়।

দু'ধরনের দল গঠন হত। ছোট নৌকোয় ৪–৬ জনের ছোট দল।সঙ্গে একটা কুকুর। আবার বড়ো নৌকোয় ১৫–২০ জনের বড়ো দল। সঙ্গে দু'টো কুকুর। ছোটো দল যেদিন যায়, সে দিনই ফিরে আসে। এই যাওয়াকে বলে 'ছুট যাওয়া'। আর 'সাজনে যাওয়া' হল বড়ো দলের বড়ো নৌকোকে সজিয়ে গুছিয়ে খাবার–দাবার সঙ্গে নিয়ে পাঁচ–সাত দিনের জন্য যাওয়া। পাঁচ–সাত দিনের অভিযানে গেলে মাংস যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে শিকারিরা একটা কৌশল অবলম্বন করেন। মৃত হরিণের চামড়া না ছাড়িয়ে পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়ে, ভেতরে ভাল করে হলুদ মাখিয়ে রাখতে হয়।এভাবে মাংসের পচন রোধ করা হত। ছোটো বড়ো সব দলই নিজেদের তৈরি নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে চলত। যার ফলে নতুন ব্যবসা সষ্ঠুভাবে চলেছিল। এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিও মোকাবিলা করা সম্ভব হত। হরিণ শিকার করে যখন মাংস ভাগ করা হত, তখন নৌকো এবং কুকুরের জন্যেও মানুষের মতো সমান ভাগ দেওয়া হত। হরিণ শিকারের মরশুম ছিল শীতকাল। গভীর রাতে, কখনও কখনও রাত দু'টো আড়াইটে, বেরিয়ে পড়তে হত। পুরো ব্যবসাটা চলত গোপনে। পরে বনদপ্তর ব্যাপারটা জানল। তখন কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না শিকারির দল বনদপ্তরকে তুষ্ট করার জন্য, শিকার থেকে ফিরে এসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাংস বনদপ্তরে নিয়মিত পাঠাত।

স্থানীয় মানুষের মধ্যে হরিণের মাংস খাওয়ার রেওয়াজ বেড়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে আশপাশের গ্রামের শিকারিদের কাছ থেকে মাংস কেনার জন্য ব্যাপারীরা জড়ো হতে লাগলেন। ব্যাপারীরা মাংস কিনে নিয়ে যেসব জায়গাগুলোতে বিক্রি করতেন সেগুলো হল গোবিন্দকাঠি,যোগেশগঞ্জ, সাহেবখালি, দুলদুলি, কুমিরমারী, ছোটো মোল্লাখালি, আমতলি ইত্যাদি। এভাবে হরিণের মাংস কেনাবেচার একটা বাজার গড়ে উঠেছিল।শিকারিদের কাছে হরিণ শিকারটা ক্রমে ক্রমে শুধুমাত্র আয়ের একটা উৎস রইল না, নেশার বস্তু হয়ে উঠল। তাঁদের ভিতরে যাঁদের কিছু জমিজমা ছিল, তাঁরা মাঠের পাকা ধান না তুলে দিনের পর দিন কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকারে বেরিয়ে পড়তেন। অনেক সময় দাউলের ওপর ধান তোলার ভার দিতেন। দাউলে হল এক শ্রেণির কৃষি শ্রমিক যাঁরা মাঠ থেকে ধান কেটে (ধানের শিষের দিকে লম্বায় হাত দেড়েক করে কেটে নেন) মালিকের খামারে তোলেন। তাঁরা পারিশ্রমিক নেন ধানে। টাকায় নয়। যেমন, এক'শ বিড়ে বেঁধে মালিকের খামারে তুলে দিলে, ৬–৮টা বিড়ে শ্রমিকের পাওনা হয় ।

পরবর্তী সময়ে বন্যপশু সুরক্ষা আইন কড়া কড়ি করা হয়। বনদপ্তর থেকে নজরদারিও বাড়ান হয়। ধীরে ধীরে কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

সুন্দরবনের ডায়েরি

প্রফুল্ল মন্ডল : সেদিনের শিকারি যুবক আজ বৃদ্ধ। ছবি : প্রতিবেদক

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ফুটবলের জোড়া মহোৎসব

কোপা আর ইউরোপিয়ান কাপ

কমল নস্কর

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। কোন গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল-সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় কাপ। তার পিছনেই রয়েছে সেন্টিনারি কোপা আমেরিকা কাপ। আসলে কোপা আমেরিকার বছর নয় এটা, কিন্তু যেহেতু এটা ওদের শততম বছর তাই কোপাটাও পড়ে গিয়েছে ইউরোপিয়ান কাপের গা ঘেঁষে। এমন মওকা কেউ ছাড়ে। বল মাঠে পড়েনি। ময়দান কাঁপাতে শুরু করেনি জার্মান, ফ্রান্স বা স্প্যানিশ তারকারা।

অবশ্য সবেমাত্র শুরু হয়েছে শতবার্ষিকী কোপা কাপ। যাতে প্রথম ম্যাচে রীতিমতো আনকোরা ছেলেদের নামিয়ে নামি তারকাকে এবারের কোপা দলে সামিল করেনি পেলের দেশ। আর্জেন্টিনা অবশ্য ব্যতিক্রম। তাদের মেগাস্টার মেসির কাঁধে ভর দিয়ে এবারের কোপা কাপ জয়ের জন্য উন্মুখ দিয়েগো মারাদোনার দেশ। শেষ দেখতে মরিয়া তারা। মেসি তার সম্পর্কে ওঠা দীর্ঘদিনের এক অভিযোগের এবার হেস্তনেস্ত করতে চান। সেইজন্য তিনি ঠিক করেছেন কোপা কাপকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে। যাতে করে আগামী দিনে কেউ আঙুল তুলতে না পারে যে মেসি ক্লাবের ক্ষেত্রে সফল হলেও দেশের জন্য তার অবদান শূন্য।

গত বিশ্বকাপে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে জার্মানির কাছে হার মেনে মেসির আর বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। ছোঁয়া হয়নি মারাদোনার রেকর্ড। দিয়েগোর পর আর্জেন্টিনায় সর্বাধিক স্বীকৃত তারকা হয়েও মেসি বিশ্বকাপ না পাওয়ার গ্লানিতে আজও আচ্ছন্ন। তা তিনি যতই ক্লাব ম্যাচে সেরার তকমা পান না কেন। এবারের কোপা আমেরিকা জিতে অন্তত একবারের জন্য তিনি প্রমাণ করতে চান যে, লিওনেল মেসি শুধু ক্লাবের জন্য খেলে না, দেশের জন্য তার দরদও কোনও অংশে কম নয়। আমেরিকার মাটিতে তাই লাতিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মেসির সুবাদে অ্যাডভান্টেজ আর্জেন্টিনা বলা চলে।

কদিন পরেই যে ইউরো ফুটবল শুরু হবে তার শ্রেষ্ঠত্বের তকমা পাওয়ার দাবিদার কিন্তু অনেকেই। এঁদের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জোরদার টক্কর নেওয়ার জন্য আসরে রয়েছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, গ্রিস, ডেনমার্কের মতো দেশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই যে ইউরো কাপে হবে তা বলাইবাহুল্য। এখন দেখতে হবে কোপা কাপকে কতটা পাল্লা দিতে পারে ইউরোপিয়ান কাপ। সমান্তরাল ভাবে দুটো টুর্নামেন্ট চলাকালীন দর্শকের নজর কোন দিকে বেশি থাকে সেটাও ফুটবল বিশ্বের কাছে বড় প্রশ্ন।

একদল যখন ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান-ইতালি-ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ-সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

এইভাবে যারা ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মাতামাতি করতে পারেন তাদের জন্য এবার জোড়া মহোৎসবের আয়োজন হচ্ছে। চারবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিয়ম মেনেই হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফলে ফুটবলমোদিরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে রয়েছেন। হয়তো দেখা যাবে এই রাত জেগে ইউরোপিয়ান কাপ শেষ করেই ভোরের প্রথম চা খেতে খেতে কোপা কাপের খেলা দেখবেন বাঙালিরা। এবারের ফুটবল টাইমিংটাই যে এরকম। ভাবুন তো আমাদের সামনে দুই ফুটবল বিশ্বের সুপার স্টাররা প্রায় সমসাময়িক সময়ে মাঠে নামছেন, গোল করছেন। এই লেখা শুরুর সময়ে পর্যন্ত অবশ্য ইউরোপীয় কাপের ব্রাজিল ড্র করেছে ইকুয়েডরের সঙ্গে। মেক্সিকো আবার শক্তিশালী উরুগুয়েকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তাদের এবারের অভিযান আরম্ভ করেছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের জামাইকা বধ সাঙ্গ করেছে ভেনেজুয়েলা। এছাড়াও পেরু, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি এবং আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দেশও শেষবারের মতো নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে নিচ্ছে। ব্রাজিল এবার নেইমারের মতো তারকাদের পাচ্ছে না। তার ওপর অনেক

দেখেছিলাম তাঁকে...

ওঁকার মিত্র

সালটা সম্ভবত ২০০৯। রাসবিহারী থেকে চেতলার দিকে হেঁটে আসছি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে। সঙ্গে ভারতশ্রী ব্যায়ামবীর এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক তরুণ গুহ। গুরুদ্বার পার্কে চলছে ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা। মাইক বলে দিল অতিথি হিসাবে এসেছেন বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ। চঞ্চল হয়ে উঠলেন ভারতশ্রী। আমাকে বললেন চল্ একবার মনোহরদার সঙ্গে দেখা করে যাই। মঞ্চের পাশের ঘরে আলো করে বসে আছেন বিশ্বশ্রী। ঢুকলাম, দেখলাম এক যুবককে। মুখোমুখি ৯৭ বছরে বিশ্বশ্রী এবং ৮০ বছরের ভারতশ্রী। সঙ্গে ক্যামেরা বা এখনকার মতো ক্যামেরা মোবাইল না থাকায় বাধ্য হয়ে মনক্যামেরাতেই বন্দি করতে হল মুহূর্তটাকে। আমি আপ্লুত। এভাবে কোনওদিন দেখব ভাবিনি। তরুণবাবু পরিচয় করিয়ে দিতেই দুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করলেন।

বহুদিন পর তরুণকে দেখে এক গাল হাসলেন তাঁর মনোহরদা। বলেন কি তরুণ, শরীরচর্চা চালিয়ে যাচ্ছ? তরুণবাবুর উত্তর, না সেভাবে আর হয়ে ওঠে না। আলিপুর বার্তা ও

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্বশ্রীর পরামর্শ— যাই করো, শরীর চর্চা ছেড়ো না। ওটা চালিয়ে যেও। তরুণবাবু সামালিতে সমিতিতে আসতে তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন। বিশ্বশ্রী বললেন, তেমনভাবে কোথাও বেরোই না। শরীরচর্চার ডাক ফেলতে পারি না তাই আসা। সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব। দুজনে বসে আরও দু-চার কথা বললেন। আমি আপ্লুত হয়ে দেখছি ও শুনছি। অনুমতি নিয়ে ফিরে মনে হলো এমন তরতাজা যুবক সেপ্চুরি করবেনই। করলেন, তবে থেমে গেলেন ১০৪-এ। স্পষ্ট বক্তা, শরীরচর্চা প্রাণ এমন বাঙালি কি আর পাব আমরা? শতকোটি প্রণাম জানিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

তরুণবাবু চলে গিয়েছেন ২০১০-এর অক্টোবরে। দিয়ে গিয়েছেন তাঁর চোখদুটি। বিশ্বশ্রীও দিয়ে গেলেন অশ্রুযুগল। হয়তো কোথাও কোনও দিন ফের দুচোখের মিলন হবে আমাদের চোখের অন্তরালে।

এভারেস্ট জয়ীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ তারিখ সোনারপুর স্টেশন চত্বরে ভিড়ে ঠাসা মিছিল বার হলো সোনারপুরের ছেলে এভারেস্ট জয়ী রুদ্রপ্রসাদ হালদার ও আর এক জয়ী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত। এরা দুজন সোনারপুরের আরোহী ক্লাবের সদস্য। এদিন ক্লাবের ও সোনারপুরের নাগরিকদের তরফ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সোনারপুর স্টেশন থেকে বিকাল ৫টায় এক বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। সামনে থাকে ব্যান্ড ও আরোহী ক্লাবের সদস্যদের বাইক বাহিনী। টো টো গাড়িতে

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল পর্বত জয়ীদের নাম। রাস্তার দু ধারে অগণিত মানুষের ভিড় বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে বারান্দায় সব বয়সের লোকের ভিড়। বিশ্বের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গ ছুয়ে আসা মানুষটিকে একবার দেখার জন্য ভিড় জমেছিল। ভিরের মধ্যে দিয়ে কেউ হাত বাড়িয়ে গোলাপ কেউ বা একটু হাত ছুঁয়ে নিচ্ছে এদের একটু ধরতে পারলে এভারেস্টকে ছোঁয়া। আবার কেউ জাপটে ধরছে। ছোট হাতি গাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল রুদ্রপ্রসাদ ও সত্যরূপ। মিডিয়াদের ক্যামেরা ঝলকানি চলছে। এদিন রাজপুর ও সোনারপুরের কিছুটা অংশ ঘোরান হল। অবশেষে সোনারপুর স্টেশন লাগেয়া চত্বরে ছোট একটি মঞ্চ করা হয়েছিল সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। প্রশ্ন করা হল সত্যরূপকে আপনারা কবে থেকে এবং কতদিন লাগল এভারেস্টে ওঠা নিয়ে, বলেন শুরু ১৭ মে দুপুর দুটো বেস ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ২, পৌঁছলাম ১২ টা বেজে ৩০ মিনিটে, ১৮ মে রেস্ট, ১৯ মে সকাল ৭টায় ক্যাম্প ২ থেকে ক্যাম্প ৩ পৌঁছলাম বেলা ১টা বেজে ৩০ মিনিট, ২০ মে ভোর ৩ থেকে শুরু করলাম যাত্রা ক্যাম্প ৩ থেকে ক্যাম্প ৪ ক্যাম্পে পৌঁছলাম বেলা ১টা ৩০ মিনিট। ২০ মে ক্যাম্প ৪ থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে রওনা দিলাম শেষ চূড়ার উদ্দেশ্যে (সামিট) পৌঁছলাম পরের দিন ২১ মে ২০১৬। ভারতীয় পতাকা পুতলাম বিশ্বে সবচেয়ে উঁচু চূড়া এভারেস্ট। ২১ মে ২০১৬। মনে হচ্ছিল এটাই স্বর্গ। কিছুক্ষণ থেকে আমরা নামতে আরম্ভ করি। কারণ অক্সিজেনের সমস্যা আছে। প্রশ্ন এই ক'টা দিন কোন দিনটা বলেন ১৯ মে চিরস্মরণীয়। কেন কি হয়েছিল? হঠাৎ দেখি আমাদের যে শেরপা নিয়ে গিয়েছিল সেই ৮০০০ ফিট উপর থেকে তার ডেড বডি আমার পাশ দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে গেল। সেই দেখে আমি নিজেকে কোনও রকমে কন্ট্রোল করেছি।

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী কি?
- স্বাধীনতার পর প্রথম কোন সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
- ইনসুলিন কোন গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়?
- ১৯৭৮ সালে মহম্মদ আলি বক্সিংয়ে কোন খেতাবটি জয় করেন?
- কোথায় সবথেকে বড় রেলের প্ল্যাটফর্ম কোথায় অবস্থিত?

গত সংখ্যার উত্তর

- ইউএসএ।
- সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।
- ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর।
- দক্ষিণ চীন।
- ইংলিশ ওভারে ৬টি বল হয় আর অস্ট্রেলিয়ান ওভারে ৮টি।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ১১-১৭ তারিখের মধ্যে

কাঠি বরফ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বাড়ির কড়া শাসনের মধ্যে বড় হতে হচ্ছে বেচারা মদনকে। বছর দশেকের মদন

খুব ছটফটে, সুযোগ পেলেই মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় আর ডাংগুলি, ফুটবল খেলায় মেতে থাকে। তবে পড়াশোনায় ভালো বলে এ সব ব্যাপারে বাড়ির লোকেরা অনেকটাই উদাসীন। তবে পাছে শরীর খারাপ হয় এই আশঙ্কায় ফুচকা, আলুকাবলি, ভেলপুরি, আইসক্রিম, বাটিগরম প্রভৃতি লোভনীয় খাবার তাকে খেতে দেওয়া হত না।

পাড়ারই এক বাড়িতে নিতাইদা বলে একজন আশ্রিত থাকে। সে সুন্দরবনের রামগঙ্গা থেকে এসেছে। ছেলেটি সারাদিন কাঠি বরফ বিক্রি করে আর ফাঁকে ফাঁকে ওই বাড়ির ফাইফরমাশ খাটে। কাঠি বরফের আশায় মদন নিতাইদার সঙ্গে ভাব জমাল, কিন্তু তাতে নিতাইদার মনের বরফ গলল না। বাকিতে খেতে চাইলেও কোনও লাভ হল না। ভূগোল পড়তে মদনের ভাল লাগে না। তাই ভূগোল বইটা নিতাইদার কাছে বন্ধক রেখে কয়েকদিন কমলা রঙের আর সাদা রঙের মালাই বরফ আশ মিটিয়ে খেয়ে নিল।

ভাগ্য ভাল কয়েকদিন পর মালদার মাসি বেড়াতে এলেন। আবদার করে তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে ভূগোল বইটা ছাড়াতে সক্ষম হল মদন।

কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ

কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ,
কানা মামাকে ছোঁ।
কানা মামার যাবো বাড়ি,
সেখানে আছে-
কানা মাছির সারি,
কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ।

লাবণী মান্না

আদিত্য হৃদয় রায়, বিশেষ শিশু, নোবেল মিশন

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

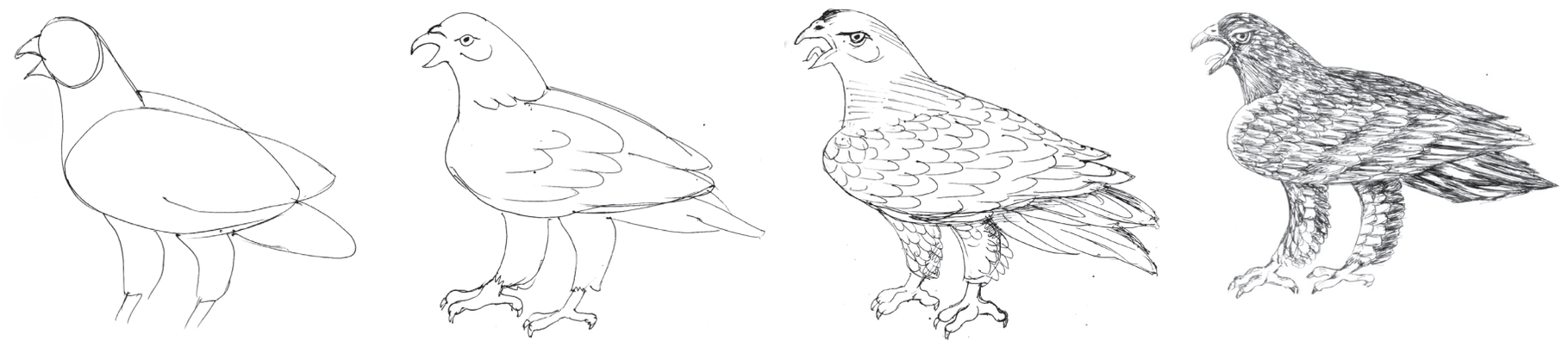

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com